NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আইনের দেবীর চক্ষুদান

ত্রাণের জন্য ফুটবল ম্যাচ ৬

কলকাতা ২২ অক্টোবর ২০২৪ ৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.10.2024, Vol.18, Issue No. 130 8 Pages, Price 3.00

নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অনুরোধে সিদ্ধান্ত

‘আমরণ অনশন’ প্রত্যাহার করলেন জুনিয়র ডাক্তাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘আমরণ অনশন’ প্রত্যাহার করলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। গত ৫ অক্টোবর থেকে ধর্মতলায় ‘আমরণ অনশন’-এ বসেছিলেন তাঁরা। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজেও চলছিল ভুখ হরতাল। ১০ দফা দাবি আদায়ে অনড় ছিলেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত সোমবার অনশন প্রত্যাহার করলেন আন্দোলনকারীরা।

এদিন নবান্নে বৈঠকের পর ধর্মতলায় অনশন মঞ্চে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জুনিয়র ডাক্তাররা। দেবাশিস হালদার জানান, ‘আপনারা জানেন আজকে ১৭ জনের প্রতিনিধি দল, মুখ্যমন্ত্রীর ফোনালাপের প্রেক্ষিতে মিটিং করতে গেছিলাম। এর আগে বহু মিটিংয়ে লাইভ স্ট্রিমিং এর দাবি করেছিলাম। আজকে আমরা গিয়ে দেখলাম লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। সেই জায়গা থেকে একটা দিক থেকে ভালই হয়েছে। আজকে লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে কী হয়েছে সবাই দেখতে পেয়েছেন। ওখানে কী কী হয়েছে আপনারা দেখেছেন। আমরা যা দাবি করেছি, আগের দিন সিএস, এইচএস যা বলেছিলেন, আজ তার থেকে অতিরিক্ত আজকের মিটিংয়ে হয়েছে বলে মনে করিনি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা জানতাম না ওখানে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের নিয়ে আন্দোলন ছিল। কিন্তু কলেজে, কমিটি নিয়ে কেন কথা হলো? আরেকটা তিলোত্তমা যাতে না হয়, থ্রেট কালচার এর মাথায় যারা আছেন। যারা জুনিয়র ডাক্তার আছেন যাদের আরডিএ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অভিযোগ জানানোর জন্য যে কমিটি , সেই কমিটিতে নিয়ে আলোচনা করেছি। এই গোটা মিটিংয়ে আপনারা দেখেছেন, আমরা বারবার যে কথা গুলো বলতে চেয়েছি, সেখানে কার্যত আমাদের এবং প্রিন্সিপাল দের চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের জেরে একটা জিনিস ছিনিয়ে আনতে পেরেছি, আগামী মার্চের মধ্যে ছাত্র ভোট আগামী ২৫ সালে নির্বাচনের কথা বলেছেন, এটা আমাদের আন্দোলনের জয়। আমরা এই আন্দোলন এ জন্য করছি না, কমিটিগুলোতে আমরা থাকবো বলে। কাল নির্দেশিকা আসবে বলেই ধরে নিচ্ছি।’

অন্যদিকে, দেবাশিস জানান, ‘স্বাস্থ্য সচিবের বিরুদ্ধে ফাইল নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই ফাইল নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাইনি। এসএসকেএমের তিলোত্তমার প্রসঙ্গ। বছর তিনেক আগের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরীক্ষার খাতা বছর দুই-তিন আগে কী ভাবে পাশ হয়েছে সেটা তিনি দেখতে চান। এটা কার্যত থ্রেট। আমরা প্রস্তুত।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই বৈঠকে প্রশাসনের শরীরী ভাষা পজিটিভ লাগেনি। কারণ ব্যাজ পরে আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ওখানে আমাদের প্রিন্সিপালদের চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সবই জানেন। প্রশাসনের শরীরী ভাষা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নয়। মেডিক্যাল কলেজ গুলির অধ্যক্ষদের কাছে জানতে চান, তুলো পাওয়া যায় কি না? আমরা জানি, কী পাওয়া যায়, আর কী পাওয়া যায় না। এই কথাগুলো আমাদের ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হল কি না জানি না।’ তিনি বলেন, ‘আমরা নিয়োগের কথা বলেছিলাম, ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়োগ দরকার। ওবিসি -এর বিষয় নিয়ে নিয়োগে বাধা। এই মুহূর্তে ওনারা কিছু করতে পারবে না, যেহেতু ওটা বিচারাধীন।’

অবশেষে, দেবাশিস বলেন, ‘তিলোত্তমার বাবা মা এসেছেন, অনশনকারীদের কাছে এসে অনুরোধ করছেন , তারা সন্তান হারিয়েছেন, যারা আমরণ অনশন করছেন তাদের কাছে। তাঁদের কথায় আমরণ অনশন প্রত্যাহার করা হচ্ছে।’

সরাসরি সম্প্রচারে নরমে-গরমে মুখ্যমন্ত্রী-জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক

অপসারণ নয় স্বাস্থ্য সচিবের: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নরমে-গরমে শেষ হয় জুনিয়র ডাক্তার-মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক। কখনও জুনিয়র ডাক্তারদের ‘বাবু’, কখনও ‘বাবা’ সম্বোধনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সব দাবি যে মানা সম্ভব নয় তাও এদিন বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতি তাঁর যে পূর্ণ সহানুভূতি আছে আরও একবার তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৫ মিনিটের প্রস্তাবিত বৈঠক প্রায় দু’ঘণ্টা গড়িয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি স্থগিত রেখে আন্দোলনকারীদের সব অভাব- অভিযোগ-দাবি ধৈর্য ধরে শুনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত সংবাদমাধ্যম এমনকি সামাজিক মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত বৈঠকে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের কথা কাটাকাটির মতো পরিস্থিতি তৈরি হলেও একবারও ধৈর্য হারাননি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। উল্টে অভিভাবক সুলভ উদ্বেগে জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থের পাশাপাশি ছাত্র চিকিৎসকদের পড়াশোনা ও পেশাগত ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনশনকারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে তাঁর। এইসব বিষয়কে সামনে রেখে অবিলম্বে অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন প্রয়োজনে সরকার আরো নমনীয় হতে রাজি।

মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এদিন নির্ধারিত সময়েই নবান্নে পৌঁছন জুনিয়র চিকিৎসকদের ১৭ সদস্যের প্রতিনিধিদল। যদিও গত শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে ১০ জন জুনিয়র চিকিৎসককে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এদিনের বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচার করা হয় সমাজমাধ্যমে। বেশ কয়েকবার বৈঠক যথেষ্টই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জুনিয়র চিকিৎসকদের ১০ দফার মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের অপসারণ। এদিন বৈঠকের শুরুতেই স্বাস্থ্য সচিবের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন জুনিয়রর চিকিৎসকদের নেতা অনিকেত মাহাত। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, অভিযোগ প্রমাণের আগে কাউকে দোষী বলা যায় না। আরজি করের ৪৭ চিকিৎসককে সাসপেন্ড নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সরাসরি আরজি করের অধ্যক্ষ তথা ‘সিপিএম ঘনিষ্ঠ’ মানস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান, ‘কোনও আলোচনা না করে সাসপেন্ড কেন? এটাও কি থ্রেট কালচার নয়? কী ভাবে নিজে সিদ্ধান্ত নিলেন? রাজ্য সরকারকে জানানোর প্রয়োজন।’

জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি মেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘জেলায় জেলায় গ্রিভ্যান্স সেল তৈরি করা হবে। রোগী কল্যাণ সমিতিতেও জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।’ জুনিয়রর চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়, কলেজস্তরে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ এলে কে খতিয়ে দেখবে? অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি নাকি টাস্ক ফোর্স? বৈঠকের শেষ লগ্নে অনশন তুলে নেওয়ার জন্য জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আন্দোলন শুরু করলে শেষও করতে হবে। মানবাধিকার কমিশনের দাবিতে ২১ দিন ধর্না করেছিলাম। যখন অনশন করেছিলাম, তখন প্রশাসনের তরফে কেউ আসেননি। শুধু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও দু’লাইনের চিঠি দিয়ে দাবি আলোচনার আশ্বাস দিয়ে অনশন প্রত্যাহার করতে বলেছিলেন। তাঁর প্রতি সম্মান রেখে অনশন তুলে নিয়েছিলাম।’ সব মিলিয়ে এক দিকে যেমন ‘দাবিদাওয়া চাহিদায়’ টানটান ছিল বৈঠক, পাশাপাশি কাঠখোট্টা আনুষ্ঠানিকতার বাইরে গিয়ে সৌহার্দ্যের ছবিও ছিল দেখাল নবান্নের ‘লাইভ স্ট্রিমিং’। শেষ পর্যন্ত আমরণ অনশনের কর্মসূচি প্রত্যাহার হল।

সোনমার্গে জঙ্গি হানার দায় নিল ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’

শ্রীনগর, ২১ অক্টোবর: রবিবার সোনমার্গে জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত সাত জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ছ’জন শ্রমিক এবং এক চিকিৎসক। হামলার দায় স্বীকার করেছে ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ) নামে এক জঙ্গিগোষ্ঠী। পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবা থেকে এই সংগঠনের জন্ম। কাশ্মীর উপত্যকায় এর আগেও একাধিক নাশকতামূলক কাজে নাম জড়িয়েছিল টিআরএফের। কাশ্মীর উপত্যকায় রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এই জঙ্গিগোষ্ঠী।

টিআরএফের উত্থান হয় ২০১৯ সালে। তখন সংবিধান থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের ‘বিশেষ মর্যাদা’-র অবলুপ্তি হয়েছে। ঠিক সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝেই লস্করের একটি শাখা হিসাবে উঠে আসে টিআরএফ। এদের মূল লক্ষ্য, কাশ্মীরের স্থিতাবস্থায় বিঘ্ন ঘটানো এবং ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য নাশকতামূলক কাজকর্মে পুনর্বিন্যাস আনার চেষ্টা শুরু করে এই জঙ্গিগোষ্ঠী।

শুরুতে এই গোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল শুধুই অনলাইনে। পরে ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করে তারা। জন্মের মাস ছয়েকের মধ্যেই অনলাইন থেকে বাস্তবে রূপ পায় টিআরএফ। লস্কর-সহ একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠীর থেকে এই সংগঠনে সদস্যদের নিযুক্ত করা হয়। কারও কারও মতে, এই জঙ্গিগোষ্ঠীর আড়ে বহরে বিস্তারের নেপথ্যে পাকিস্তানেরও ইন্ধন থাকতে পারে। উপত্যকায় জঙ্গি কার্যকলাপে এর আগেও একাধিক বার পাকিস্তানের মদতের অভিযোগ উঠেছে। সে ক্ষেত্রে এক প্রকার ‘ছদ্মরূপে যুদ্ধ’-র জন্য এই জঙ্গিগোষ্ঠীকে মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তান-যোগের তত্ত্ব একে বারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

টিআরএফ নতুন গজিয়ে ওঠা জঙ্গিগোষ্ঠী হলেও, এদের শিকড় জড়িয়ে রয়েছে লস্করের সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির এমনকি মতাদর্শের উপরেও লস্করের প্রভাব দেখা যায়। ভারতে নাশকতার জন্য এই জঙ্গিগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত জঙ্গি পাঠায় লস্কর। টিআরএফের জন্ম হয় কাশ্মীরি জঙ্গি শেখ সাজ্জাদ গুলের হাতে। নতুন জঙ্গিগোষ্ঠী তৈরির আগে গুল ছিলেন লস্করের কমান্ডার। এই সংগঠন তৈরির আগেও সাংবাদিক হত্যা-সহ একাধিক হিংসায় যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ২০২২ সালে গুলকে জঙ্গি হিসাবে ঘোষণা করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

২০১৯ সালের পর থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় একাধিক নাশকতামূলক ঘটনায় নাম জড়িয়েছে এই টিআরএফের। চলতি বছরের জুন মাসেই জম্মু-কাশ্মীরের রেইসি জেলায় পুণ্যার্থীদের একটি বাসে হামলা হয়েছিল। মৃত্যু হয়েছিল অন্তত ন’জন পুণ্যার্থীর। ওই হামলার নেপথ্যেও ছিল টিআরএফ।

জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জীবনদায়ী ওষুধের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রদানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওষুধের দাম বাড়ায় দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীরা সমস্যায় পড়েছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধি সাধারন মানুষের কাছেও বড় ধাক্কা বলে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। কেন এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধগুলির দাম বাড়ানো হচ্ছে তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে দাবি করেছেন এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার।

সম্প্রতি ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি সম্প্রতি ঘোষণা করেছে বেশকিছু গুরুতর রোগের ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াচ্ছে তাঁরা। এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অ্যাজমা, টিবি, গ্লুকোমা, চোখের সমস্যা এবং অন্যান্য সংক্রমণ-সহ মানসিক রোগ এবং থ্যালাসেমিয়ার ওষুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এই ওষুধগুলি তৈরিতে যে যে কাঁচামাল লাগে তার দাম বৃদ্ধি হয়েছে। তাই দাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যনিয়ন্ত্রক এই সংস্থা ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়ানোর ছাড় দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে মমতা যে চিঠি লিখেছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘কয়েক মাস আগেই এনপিপিএ ডায়বেটিস, ব্লাড প্রেসার, অ্যান্টিবায়োটিক-সহ একাধিক ওষুধের দাম বাড়িয়েছিল। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এত কম সময়ের মধ্যে এইভাবে ওষুধের দাম বৃদ্ধি বাংলার আমজনতাকে কতটা বিপদের মধ্যে ফেলবে।’ মুখ্যমন্ত্রী এর পাশাপাশি এও উল্লেখ করেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় একাধিক জিনিসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষ এমনিতেই চিন্তিত। তার ওপর দৈনন্দিন ওষুধের দাম বাড়ানো হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত আমজনতার কাছে বিরাট ধাক্কা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আবেদন জানিয়েছেন নির্দিষ্ট দফতরে নির্দেশ দিতে এবং এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখতে। মমতা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সাধারণ মানুষকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত সব সময়। তিনি আশা করছেন, কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রসঙ্গত, ওষুধগুলি ছাড়া অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন, বেনজাইন পেনিসিলিন ১০ লাখ আইইউ ইনজেকশন, লিথিয়াম ট্যাবলেট ৩০০ গ্রাম (মেন্টাল হেল্‌থ), স্ট্রেপটোমাইসিন পাউডার, স্যালবুটামল ট্যাবলেট -সহ আরও একাধিক ওষুধের দামে প্রভাব পড়বে এই সিদ্ধান্তের কারণে। গত এপ্রিল মাস থেকেই প্যারাসিটামল-সহ অন্তত ৮০০ ওষুধের দাম বেড়েছিল।

আসছেন না শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হঠাৎই এ রাজ্যে পূর্বনির্ধারিত সফর বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার কলকাতায় আসার কথা ছিল তাঁর। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজ্য বিজেপির ‘সদস্য সংগ্রহ অভিযানের’ সূচনা করতেন তিনি। কিন্তু সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, শাহের বঙ্গ-সফর বাতিল করা হচ্ছে। তবে কী কারণে এই সফর বাতিল হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, এই দুর্যোগ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আপাতত রাজ্যে আসছেন না শাহ। তবে রাজ্য বিজেপি শাহি সফরকে ‘বাতিল’ বলতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর আপাতত স্থগিত রইল মাত্র।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

বাম প্রার্থী তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন উপনির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বামপন্থিরা। সিতাইয়ের প্রার্থী করা হয়েছে অরুণ কুমার বর্মা (এসসি)। মাদারিহাটের পদম ওঁরাও (এসটি), নৈহাটির দেবজ্যোতি মজুমদার, মেদিনীপুরের মনিকান্ত খামরুই, তালডাংড়ার দেবকান্তি মাহান্তি।

জেলা সভাপতি পদ ছাড়ার ইঙ্গিত অনুব্রতর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিহাড় জেল থেকে জামিনে মুক্তির পর অনুব্রত মণ্ডল নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনিই বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি। সোমবার সিউড়ির সভা থেকে আর কত দিন ওই পদে থাকবেন সেটাও আগেভাগে জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহের কেষ্ট। সিউড়ি-২ ব্লক সভাপতির পদ ছাড়তে চেয়েছেন নুরুল ইসলাম। তাঁকে ‘ভাই’ সম্বোধন করে অনুব্রত জানালেন, চতুর্থ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলে তাঁরা দু’জনেই দলের পদ ছেড়ে দেবেন। সোমবার সিউড়ির পুরন্দরপুর এলাকার বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন অনুব্রত। ওই এলাকার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নুরুল পদ ছাড়ার জন্য আবেদন করেছেন। নুরুল জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষও। তাঁকে ইস্তফা দিতে বাধা দিয়ে অনুব্রত জানিয়েছেন, ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়ে তিনিও বীরভূমের জেলা সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। বস্তুত, সিউড়ি-২ ব্লক থেকে সাধারণত নিজের সমস্ত রাজনৈতিক যাত্রা বা সভা শুরু করেন অনুব্রত। এ বারই সেই ‘রীতি’ প্রথম বার ভেঙেছেন তিনি। তিহাড় জেল থেকে ফেরার পর কেষ্ট প্রথম সভা করেন মুরারইয়ে। সিউড়ি-২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি নুরুল বরাবরই কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। দু’জনের রাজনৈতিক জীবন শুরু একসঙ্গে। কিন্তু সম্প্রতি নুরুল ব্লক সভাপতির পদ ছাড়তে চেয়ে চিঠি দেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে।

বুধেই দক্ষিণবঙ্গের উপকূলে অস্তিত্ব জানান দেবে ‘ডানা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর আগেই বঙ্গের উপকূল ভাগে অস্তিত্ব জানান দিতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’। ইতিমধ্যেই ওড়িশা ও বাংলার উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশা-বাংলার কাছে পৌঁছবে ডানা। তবে বুধবার থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে শুরু করবে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে উপকূলে। ঝড় কোথায় আছড়ে পড়বে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে বইতে পারে ঝড়। ফলে সমুদ্র হলে উত্তাল। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ২০০৯ সালে আয়লা ঘূর্ণিঝড়েরও গতিবেগ ছিল ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। তাই আবারও ঝড়ের প্রভাবে সব তছনছ হয়ে যেতে পারে কি না, তা নিয়ে কপালে ভাঁজ উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের। ফলে ডানা ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে ত্রস্ত সুন্দরবনের উপকূল এলাকা। সোমবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে সব মৎস্যজীবী ট্রলারকে উপকূলে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। একটানা তিন দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে, সঙ্গে ঝড়। পূর্বাভাসে এমনটাই বলা হয়েছে। বাড়তে পারে সমুদ্র ও নদীর জলস্তর। এর জন্য ইতিমধ্যেই জেলার সুন্দরবন উপকূলে বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।

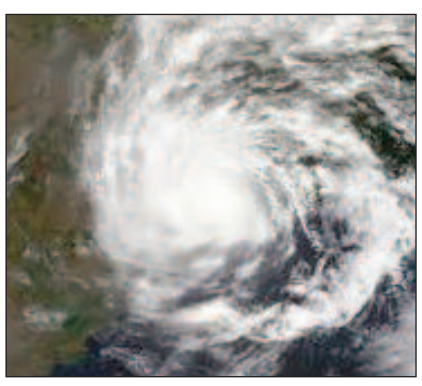

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে উপকূলবর্তী সাগর, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, পাথরপ্রতিমা ও রায়দিঘি এলাকায় মাইক নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কাকদ্বীপ মহকুমার সাগর, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা ও নামখানা ব্লকে সাইক্লোন সেন্টার খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাঁধের কাছে বসবাসকারী বাসিন্দাদের ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঁচু এলাকা বা সাইক্লোন সেন্টারে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দপ্তরে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। এই দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিভিল ডিফেন্স, এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ-কে সতর্ক করে সমস্তরকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে সুন্দরবনের উপকূল এলাকায় জরুরিভিত্তিতে মোতায়েন করা হতে পারে ওই বিশেষ বাহিনী। ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতগুলোকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সেচ দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মীরা বাঁধের উপর নজরদারি চালাবে। কোথাও কোন বাঁধে সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত মেরামত করা হবে বলে সেচ দপ্তরের নির্দেশ। পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিসগুলোতে শুকনো খাবার, পানীয় জলের পাউচ এবং ত্রিপল মজুদ করা হচ্ছে। উপকূল এলাকায় নজরদারি চালাতে বিডিও অফিসগুলোতেও একটি করে কন্ট্রোল রুম খোলা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০৩/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে Anima Ghosh W/o. Tridiv Kumar Ghosh ও Anima Ghosh D/o. T. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৭৫০ নং এফিডেভিট বলে Sima Kumari Singh D/o. Parash Nath Singh, Sima Singh D/o. P. N. Singh ও Sima Kumari D/o. Parash Nath Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৩/০৪/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্টে K/71 নং এফিডেভিট বলে আমি KAKALI RUIDAS D/o- SUKUMAR RUIDAS নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র NAISA PARVIN নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৪/১০/২০২৪ নোটারী পাবলিক, কোলকাতা কোর্টে ৯ নং এফিডেভিট বলে আমি BASUDEB BAURI S/O-UTTAM BAURI নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সবর্ত্র SEKH ISMAIL নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২১/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১৭৪ নং এফিডেভিট বলে Papai Nandy S/o. Debdas Nandy ও Papai Nandi S/o. D. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME
I, Rupali Roy Mukherjee D/O Ram Keshab Mukherjee R/O Salboni, Dist- Paschim Medinipur declare vide Affidavit no N/22 on 21.10.24 before Notary at Kharagpur that Rupali Roy Mukherjee & Rupali Ray both are same, one & Identical Person & i.e, me.

CHANGE OF NAME
I, **Hemal Mehta** S/o, Late Shashikant Mehta residing at Moore Apartment, Flat 101, 65/A, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Regent Park, Kolkata - 700040, W.B do hereby solemnly affirm and declare that I change my name from Hemal Shashikant Mehta to Hemal Mehta. That **Hemal Mehta** and **Hemal Shashi Kant Mehta** is the same and one identical person vide Affidavit No. 17 dated 18.10.2024 Before the Notary Public at Kolkata.

Change of Name
I, **Madireddi Ashok Kumar**, presently residing at Eswari Sai Enclave, 4th Floor, D-Block, Malancha, Kharagpur Town, Dist. Paschim Medinipur, PIN-721301 hereby solemnly affirm and declare that **Madireddi Harini Srija** D/o **Madireddi Ashok Kumar** & **Harini Srija** D/o **Madireddi Ashok Kumar** and **Madireddi Harini Srija** D/o **Ashok Kumar** all names are of my daughter's and same person and identical one as declared Before the 1st Class Judicial Magistrate at Kharagpur, Dist. Paschim Medinipur, vide Affidavit No. 5689/16, dated 01.10.2024 and henceforth my daughter's acetual / correct name with surname is **Madireddi Harini Srija** D/o **Madireddi Ashok Kumar** for all purpose.

জমি বিক্রয়
আমি-অয়ন্ত সিং, পিতা-রাসবিহারী সিং, জাতি-সিভিল ট্রাইভ। আমার একটি জায়গা বিক্রি আছে। বেলদা থানার অন্তর্গত হরিবাড় মৌজায়। জে. এল. নং- ৪০৮, দাগ নং-১৪০/২৩৫, পরিমাণ-১১ ডেসিমন, ১১ নং জি. পি।

ফোন নং- ৮১৪৫১৬৪২৬৮ যোগাযোগ করুন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী চৈতী ঘোষ স্বামী শ্রী তারক ঘোষ পিতা ৺আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সাকিম ৮২/সি রাম মোহন সরনী (রাম মোহন পল্লী), পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২২ বিগত ইং ২৯/০৮/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-২, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-২৯৪৫/২০২৪ নং দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী জিৎ মন্ডল** পিতা শ্রী গৌরহরি মন্ডল সাকিম মৌগ্রাম, পশ্চিমপাড়া, পোঃ মৌগ্রাম, থানা কেতুগ্রাম, জেলা পূর্ব বর্দ্ধমান, পিন ৭১৩১৩০ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৯/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-২, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3054/2024 নং দলিল মূলে **১)শ্রী লাল্টু পাসোয়ান ২)শ্রী সঞ্জয় কুমার পাসোয়ান** উভয়ের পিতা শম্ভু পাসোয়ান উভয়ের সাকিম এস. সি. এম. রোড, রানীঘাট, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২২, মহাশয়গণকে বিক্রয় করেন।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা শ্রীরামপুর, মৌজা দীর্ঘাঙ্গ, ৪ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ২২৮ নং তথা হাল এল.আর. ৩০৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৯৮৫ নং তথা হাল এল.আর. ২৪৬৭ নং দাগে বাস্তু জমি কমবেশী ৩২ সহস্রাংশের মধ্যে ১ কাঠা ৫ ছটাক ৪ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী লাল্টু পাসোয়ান ২)শ্রী সঞ্জয় কুমার পাসোয়ান** উভয়ের পিতা শম্ভু পাসোয়ান উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও শ্রীরামপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। যাহার কেস নম্বর MN/2024/0609/10664 ও MN/2024/0609/10665, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
আমমোক্তার নামা

১)সাদ্দাম হুসেন ২) আমির রাজা উভয়ের পিতা মরহুম মহঃ মুস্তাকিম আনসারী উভয়ের সাকিম ১৪, বি.এল. ২২, আর.এল.বি. লেন, পোঃ আর.এল.বি. লেন, থানা জগদ্দল হাল ভাটপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩১৯৪ বিগত ইং 05/06/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5054/2023 নং দলিল বলে আমাকে (**মহম্মদ আসিফ রাজা** পিতা মরহুম মহঃ মুস্তাকিম আনসারী সাকিম ১৪, বি.এল. ২২, আর.এল.বি. লেন, পোঃ আর.এল.বি. লেন, থানা জগদ্দল হাল ভাটপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩১৯৪,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে ও নিজাংশ বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 14/08/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7696/2023 নং দলিল মূলে **মহম্মদ মুস্তাফা** পিতা মহম্মদ খলিল চক্ বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী মহাশয়কে পরিমান 1.8 শতক বিক্রয় করি।

<u>তপশীল:</u> জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা চক্ বাঁশবেড়িয়া, ৫২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ৫০৪৯ ও ৫০৫১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৪১৪ নং দাগে শুনা জমি পরিমান ১.২ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি তৎসহ নিজ হাল ৫০৫০ নং খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ৪১৪ নং দাগে শুনা জমি পরিমান ০.৬ শতক, একুনে মোট ১.৮ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **মহম্মদ মুস্তাফা** পিতা মহম্মদ খলিল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

মহম্মদ আসিফ রাজা
আমমোক্তার

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২২ শে অক্টোবর, ৫ ই কার্তিক। মঙ্গল বার। পঞ্চমী তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী রবি ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিতর বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(আজ বৈষ্ণব খেতুর পঞ্চমী ধর্ম দিবস। শুভ কর্ম নেই।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>**উত্তর ২৪ পরগনা**</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>**হুগলি**</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>**নদিয়া**</u>

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

<u>**পূর্ব মেদিনীপুর**</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

‘সেকুলারিজম ও ভোট ব্যাঙ্কের নামে হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে’, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গা প্রতিমা ভাঙা নিয়ে মন্তব্য শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার গ্রামীণ হাওড়ার রঘুদেবপুর এলাকাতে শ্যামপুর ও বাউড়িয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দেবী দুর্গার প্রতিমা ভাঙচুর এবং সনাতনীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ সভা থেকে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনকে তোপ দাগেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ ব্যাক্ত করতে দেখা যায় তাঁকে। শুভেন্দু বলেন, ‘সেকুলারিজমের নামে ভোট ব্যাঙ্কের নামে হিন্দুরা আজকে আক্রান্ত হচ্ছে। কেন দুর্গা ঠাকুর ভাঙবে আপনি বলুন। কারওর ধর্মে ও আস্থায় আঘাত কেউ করলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। কে অধিকার দিয়েছে, আমি যার উপর আস্থা প্রকাশ করি তার উপরে আঘাত করার।’ পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের একাংশের বিরুদ্ধেও শুভেন্দু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘দয়া করে এই রাজ্যে ফালাকাটা, গার্ডেনরিচ-সহ শ্যামপুর, রানাঘাটের ১২০ ফুট দুর্গা প্রতিমা করতে অনুমতি না দেওয়া, ইংরেজ বাজারে দুর্গাপূজার গেট করতে না দেওয়া, এগুলো দয়া করে একটু দেখান। একটা আধটা টক-শো সোনাতনীদের জন্য হোক।’ এছাড়াও শুভেন্দু বলেন, ‘অনেক সংবাদমাধ্যম তথাকথিত সেকুলারিজমের নামে আমাদের দুর্গাপূজা যেভাবে আক্রান্ত হল, সেটা নিয়ে খবর করে না। আপনারাও সেক্যুলার দলে গেছেন, এটা খুবই আপত্তিকর।’

এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’র ল্যান্ডফল ও তার প্রভাব নিয়েও শুভেন্দু বলেন, ‘বালাসোরে ল্যান্ডফল হওয়ার মানে পশ্চিম মেদিনীপুর উড়ে যাবে। বালাসোর দিঘার খুবই কাছে। আর এর প্রভাব দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা-সহ কলকাতাতেও পড়বে। আমরা আমাদের পার্টির সদস্যদের নিয়ে এই ঝড়ের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই ঝড় নিয়ে উদ্বেগ অনেক বেশি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি নাচলেন, কি গাইলেন তার চেয়ে অনেক বেশি এই ঝড়ের উদ্বেগ। কারণ, ২৫ অক্টোবর বালাসোরে ল্যান্ডফল হলে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর উড়ে যাবে, সেটা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কোনো মাথাব্যথা নেই।’

মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি নোয়াপাড়া থেকে ইয়েলো লাইনের ‘জয় হিন্দ’ মেট্রো স্টেশনগুলি পরিদর্শন করলেন। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) স্টেশন পর্যন্ত প্রথম ট্রলি পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শনের সময়, শ্রী রেড্ডি প্ল্যাটফর্ম, মেজানাইন ফ্লোর, প্রবেশ ও প্রস্থান গেট এবং বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী পাতাল রেলের পথকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি এই স্টেশনের জরুরী সিঁড়ি এবং বৈদ্যুতিক কক্ষও পরীক্ষা করেন।

রেড রোডে ‘পুলিশ স্মৃতি স্মারক দিবস’ পালিত হল। ১৯৫৯ সালের ২১ অক্টোবর ভারত-চিন সীমান্তে চিনা সৈন্যদের অতর্কিত হামলায় প্রাণ হারান বহু ভারতীয় জওয়ান। তাঁদের আত্মবলিদানের স্মরণে এই আয়োজন। স্মারক স্তম্ভে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভর্মা।

গত বছরের তুলনায় ডেঙ্গি সংক্রমণ হ্রাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছর ভর প্রচার ও নজরদারি চালানোর ফলে চলতি বছরে কলকাতা ও লাগোয়া শহরতলিতে ডেঙ্গির প্রকোপ গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট কম বলে দাবি করল নবান্ন। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১৩ হাজারের গণ্ডি পার করেছে। তবে আক্রান্তের সংখ্যা বিগত বছরগুলির তুলনায় অনেকটাই কম। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী পাঁচ জেলা প্রতি বছর ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে প্রথম পাঁচের মধ্যে থাকে। এবার সেই জেলাগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছে মুর্শিদাবাদ। কলকাতায় গত বছরের তুলনায় এ বার আক্রান্তের সংখ্যা ৯৩ শতাংশ কম। এক পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, গত বছর ১ জানুয়ারি থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৮ হাজার ৮৯৯ জন। একই সময়ে এবার মহানগরে মাত্র ৬৫২ জনের ডেঙ্গির রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বর্ষাকালে ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধির সময় শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩০টি ওয়ার্ড ডেঙ্গিমুক্ত রয়েছে।স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে বর্তমানে যে সংখ্যক রোগী ডেঙ্গি আক্রান্ত তার মধ্যে চার ভাগের একভাগ রোগী হলেন মুর্শিদাবাদের অর্থাৎ শুধু এই জেলাতেই সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি মানুষ ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়াও, ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদা এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাঁকুড়া। অন্য দুটি হল কলকাতা ও হুগলি জেলা। অর্থাৎ এবারের ট্রেন্ড বলছে কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলিতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। সরকারের লাগাতার প্রচারের ফলে কলকাতা ও শহরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে ওঠার ফলেই এই সাফল্য মিলেছে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য কর্তারা। স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে বর্তমানে যে সংখ্যক রোগী ডেঙ্গি আক্রান্ত তার মধ্যে চার ভাগের একভাগ রোগী হলেন মুর্শিদাবাদের, অর্থাৎ শুধু এই জেলাতেই সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি মানুষ ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যকর্তাদের ব্যাখ্যা, নদী ভাঙ্গন এবং বন্যাজনিত সমস্যার কারণে ওই জেলায় মশাবাহিত রোগ নিয়ে সচেতনতা প্রচার এবং অভিযানে কিছুটা খামতি থেকে গেছে।ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদা। সেখানেও ভাঙ্গন ও বন্যার থাবা ডেঙ্গির আধিক্য বৃদ্ধিতে অনেকটাই দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাঁকুড়া। অন্য দুটি হল কলকাতা ও হুগলি জেলা। অর্থাৎ এবারের ট্রেন্ড বলছে কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলিতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি।

অবিভক্ত ভারতের আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্থায়ী সরকার গঠনের ৮১তম বর্ষপূর্তি পালনে উদ্যোগী কংগ্রেস। সোমবার যদুবাবুর বাজার থেকে নেতাজি ভবন পর্যন্ত মিছিল করা হল।

আজাদ হিন্দ দিবসে প্রকাশ পেল ‘জয় হিন্দ পত্রিকা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় কেন্দ্র (টিইউসিসি) সোমবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৮১তম আজাদ হিন্দ দিবসে ‘জয় হিন্দ পত্রিকা’ প্রকাশিত হল।

এই নতুন মাসিক ম্যাগাজিনটি ভারতের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সমস্যা, আকাঙ্খা এবং অধিকার তুলে ধরার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে বলে জানান উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি তাদের কণ্ঠস্বরকে জাতীয় আলোচনার সামনে নিয়ে আসা হবে বলে জানানো হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, টিইউসিসি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সদস্য, এমডব্লিউএবি জনার্দন পাণ্ডে। টিইউসিসি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এস.পি. তিওয়ারি-সহ বিশিষ্ট সাংবাদিক, শ্রমিক কর্মী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহিলাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ, চাঞ্চল্য: এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে ভাতারের কামারপাড়ায়।

এদিন দিনে দুপুরে এক যুবক এক মহিলাকে দিনে দুপুরে শরীরের একাধিক জায়গায় ছুরির কোপ মেরে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার পুলিশ। ঘটনার পরই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় ওই যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ওই মহিলার সঙ্গে ওই যুবকের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে সম্পর্ক কিছুটা খারাপ হওয়ার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান।

টার্মিনালের উদ্বোধন, তিন দিন পেট্রাপোল সীমান্তে বন্ধ বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার ভারত-বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তে আমদানি ও রপ্তানি আগামী তিনদিন বন্ধ থাকবে। ২২ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই স্থল সীমান্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকবে বলে বন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে। ২৪ অক্টোবর পেট্রাপোল বন্দরে একটি অত্যাধুনিক যাত্রী টার্মিনালের উদ্বোধন হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন। তাই বিশেষ নিরাপত্তার কারণেই ওই সময় বাণিজ্য বন্ধ রাখা হবে। তবে যাত্রী পরিষেবায় প্রভাব পড়বে না বলেও জানানো হয়েছে।

বারাসাতের কালীপুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কালী পুজোয় গাইড ম্যাপ প্রকাশের মধ্যে দিয়েই বারাসাত মধ্যমগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শ্যামাপুজোর প্রারম্ভিক সূচনা হয়ে গেল। সোমবার বারাসাতের রবীন্দ্রভবনে বারাসাত জেলা পুলিশ, জেলা প্রশাসন, পুজো কমিটিগুলির সদস্য, জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই গাইড ম্যাপ উদ্বোধন করা হয়। পুলিশ সুপার পতিক্ষা ঝারখরিয়া প্রতিটি পুজো কমিটিগুলিকে অনুরোধ করেন ৩০ অক্টোবরের আগে কোনও পুজোর প্যান্ডেলের উদ্বোধন করে মণ্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে না দেওয়ার। তিনি বলেন, ৩০ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ভাইফোঁটার দিন পর্যন্ত সব মণ্ডপ খোলা থাকবে। ওই দিন রাত ১২ টার পর সব মণ্ডপের আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। পুজোর দিন গুলিতে বারাসাত মধ্যমগ্রাম ও হাবড়ায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে বিগত বছরগুলির মতো। তবে এবার নারী ও শিশু সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মণ্ডপগুলির ভেতরে পর্যাপ্ত আলো ও সিসি ক্যামেরা রাখতে হবে। পুজো কমিটিগুলিকে নিজেদের দায়িতে সুরক্ষা কর্মী ও ভলান্টিয়ার রাখতে হবে।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ, গ্রেপ্তার মহিলা সহ ১১: কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ, গ্রেপ্তার মহিলা সহ ১১ বাংলাদেশি। অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের সময় ১১ জন বাংলাদেশিকে আটক করে গাইগাটা থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল বিএসএফ। যার মধ্যে ৫ জন মহিলা রয়েছে। অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করতে সহযোগিতা করায় আরো দু'জন ভারতীয়কে আটক করে বিএসএফ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গাইঘাটা থানার তেতুলবেড়িয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতের প্রবেশ করার চেষ্টা করে ধৃতরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২২ অক্টোবর ২০২৪, ৫ কার্তিক, মঙ্গলবার

সরকারি হাসপাতালে পরিষেবার নিরিখে দেশে শীর্ষস্থানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি হাসপাতালে পরিষেবার মানের নিরিখে সব রাজ্যকে পিছনে ফেলে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেম সেন্টারের সদ্য প্রকাশিত কোয়ালিটি অ্যাসিয়োরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস-এনকিউএএস রিপোর্টে দেশের মধ্যে এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মেলে বলে জানানো হয়েছে। এই নিরিখে মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশকে টপকে এব্যাপারে সারা দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

পরিষেবা প্রদানের নিরিখে রাজ্যগুলির সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উপর এই সমীক্ষা চালানো হয়। কয়েক মাস আগে ভিন রাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞরা রাজ্যে এসে এরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণমান খতিয়ে দেখেন। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে গ্রামীণ, মহকুমা ও জেলা স্তরের হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। হাসপাতাল থেকে রোগীর শরীরে সংক্রমণ ছড়ানোর হার, প্রসূতি মৃত্যুর হার-সহ বিভিন্ন মানদণ্ডের উপর এই সমীক্ষা চালানো হয়। সেই সমীক্ষার রিপোর্টে জানানো হয়েছে মোট ১২,৮৫৯টি পরিষেবার মধ্যে ৩০৩৯টিই ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিয়োরেন্স সংশাপত্র প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

সম্প্রতি প্যারিসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ডেয়ারি ফেডারেশনের সম্মেলনে সুন্দরবনের মহিলা পরিচালিত সুন্দরিণী সদ্য জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছে। এর পরেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তিকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই রিপোর্টকে সামনে রেখে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা সবরকমের স্বাস্থ্য সূচকেই দেশের মধ্যে সেরা জায়গায় রয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে চলেছি আমরা। বিরোধীরা মুখে সব সময়ে এ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। এবার মনে মনে অন্তত এবার বাংলার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রশংসা করুন!'

এনআরএসে ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো নিয়ে সামনে আসছে একের পর এক প্রশ্ন। এরই মধ্যে উঠে এল এনআরএসের এক ভয়ঙ্কর ছবি। হাসপাতালের মধ্যে খসে পড়ছে ছাদের চাঙড়।

এদিকে এই নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ বা এনআরএস কলকাতা তথা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল কলেজ। তবে তারই অ্যাকাডেমি বিল্ডিং-এর ছেলেদের বাথরুমে গেলেই নজরে আসছে একে একে চাঙড় খসে পড়ার ঘটনা। ছাদের ছবিই বলে দিচ্ছে এই অবস্থা একদিনে হয়নি। একতলার বয়েজ কমনরুমের পাশেই রয়েছে এই বাথরুম। যেভাবে ছাদের অংশ খসে পড়ছে, তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

আরজি করে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ ওঠার পর যে আন্দোলন শুরু হয়, প্রায় আড়াই মাস পর তার ঝাঁঝ আরও বেড়েছে। আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা অনশন শুরু করেছেন ধর্মতলায়। তাঁদের ১০ দফা দাবির মধ্যে পরিকাঠামোও রয়েছে। দিনের পর দিন হাসপাতালের অব্যবস্থা, চিকিৎসকদের নিরাপত্তার অভাব নিয়ে লড়াই করছেন তাঁরা। এনআরএস-এর এই ছবি দেখে সরব হলেন আন্দোলনরত চিকিৎসকেরাও। আন্দোলনরত চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া বলেন, 'সরকার যে উন্নয়নের কথা বলছে, তার সঙ্গে বাস্তবের মিল পাওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতির সঙ্গে আদতে কোনও মিলই নেই।'

উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনে প্রশ্ন উঠে গেল বাম-কংগ্রেস জোট নিয়ে। বঙ্গ রাজনীতিতে গুঞ্জন, জোরাল হচ্ছে কংগ্রেস আর বামের জোট ভাঙার সম্ভাবনা। কারণ, বাম আর কংগ্রেস পৃথকভাবে উপনির্বাচনে লড়াই করতে চলেছে। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত উপনির্বাচন নিয়ে কোনও রকম আলোচনায় বসেনি বাম-কংগ্রেস। এমনকি বামেদের বৈঠকে কংগ্রেস সঙ্গে জোট প্রসঙ্গ ওঠেওনি।

এদিকে ৬ আসনে বিধানসভার উপনির্বাচন আগামী ১৩ নভেম্বর। মনোনয়ন জমার দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর। সূত্রের খবর, রবিবার রাত পর্যন্ত উপনির্বাচনে জোট নিয়ে বাম এবং কংগ্রেস কেউ কারওর সঙ্গে আলোচনা করেনি। এদিকে সূত্রে খ বর, রবিবার উপনির্বাচন নিয়ে নিজেরা এককভাবে বৈঠক বসেছিল বাম এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেস এই জোট নিয়ে কোনও আলোচনায় যায়নি বলেই সূত্রের খবর।

বামফ্রন্টের বৈঠকে আলোচনা অনুযায়ী আপাতভাবে স্থির হয়েছে, সিতাইয়ে লড়বে ফরওয়ার্ড ব্লক। মাদারিহাট লড়বে আরএসপি। মেদিনীপুর লড়বে সিপিআই। হাড়োয়া আসন ছাড়া হবে

আইএসএফকে। উল্লেখ্য, চব্বিশের লোকসভা ভোটে বামেদের সঙ্গে আইএসএফের জোট না হলেও, এই উপনির্বাচনে বাম এবং আইএসএফ আবার একসঙ্গে লড়তে চলেছে। তালডাঙড়ায় আসন লড়বে সিপিআইএম। নৈহাটি আসন নিয়ে সিপিআইএমের সঙ্গে আলোচনা চলছে সিপিআইএমএল লিবারেশননের। তারা না লড়লে সিপিআইএম লড়বে। সোমবার বামেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী জানান, 'আমাদের অবস্থান আগে থেকেই স্পষ্ট। বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে সবাইকে এক জোট করার পলিসি নিয়ে আমরা চলি। সেটা তো আজ এরকম, কাল অন্যরকম হয় না। কিন্তু কংগ্রেসের নতুন সভাপতি তিনি নিজের মত পোষণ করেছেন। সংবাদমাধ্যমে দেখেছি, তিনি দিল্লিতেও সে বিষয়ে কথা বলেছেন। আমরা এখনও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করিনি।' তবে শেষে পর্যন্ত কি হবে সে ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত নন তিনি।

অন্যদিকে কংগ্রেস শিবিরের খ বর, তাদের তরফে একটি আসনের জন্য দু'তিনটি করে নাম বাছাই করে তা এআইসিসির কাছে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, রবিবার সন্ধ্যার বৈঠকে উপস্থিত থাকা ওই সব এলাকার কংগ্রেস নেতৃত্ব 'একলা চলো' র পক্ষেই সওয়াল করেছেন। আর সেটাই রেজলিউশন আকারে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে। মঙ্গলবার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারে কংগ্রেস।

ফের প্রশ্ন উঠল ট্রেনে মহিলাদের নিরাপত্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রেনে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠে গেল। এমনকি প্রশ্ন উঠল যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা নিয়েও। আর এই প্রশ্নের মুখে অবশ্যই পূর্ব রেল।

সূত্রে খবর, রবিবার সন্ধ্যেয় লোকাল ট্রেনেই উঠল হেনস্থার অভিযোগ। প্রথমে ট্রেনের ভিতরে হুমকি, হেনস্থা তরুণীকে। পরে শিয়ালদার মতো জনবহুল স্টেশনে প্লাটফর্মে ফেলে মারধর তরুণীর সঙ্গীকে, এমনটাই অভিযোগ। এই ঘটনার অভিযোগ জিআরপিতে জানানোর পর তবে গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে। আর এখানেই প্রশ্ন কোথায় আরপিএফ বা জিআরপি!

সূত্রে খবর, রবিবার রাত ৯টা ৩০ থেকে ৯টা ৪৫-এর মধ্যে ঘটনাটি ঘটে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ২১ নম্বর প্লাটফর্মে। অভিযোগ, পুলিশের সামনে জিআরপি আউটপোস্টে বসেও তরুণী ও তাঁর বন্ধুকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। রাতেই লিখিত অভিযোগ জানান তরুণী। প্রথমে তিনজনকে আটক করা হয়। পরে গ্রেফতার করে জিআরপি। তরুণী জানিয়েছেন, বন্ধু তথা 'বয়ফ্রেন্ডে'র সঙ্গে ঢাকুরিয়া থেকে শিয়ালদাগামী ট্রেনে ওঠেন তিনি। পার্ক সার্কাস থেকে ওই ট্রেনে ওঠে তিন যুবক। তারা তরুণীর ছবি মোবাইলে তোলার চেষ্টা করে। তরুণী বলেন, 'আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ওরা ছবি তোলার চেষ্টা করে, বলে সব অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল করে দেব। আমি কে জানিস না।' এরপর শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই তরুণী সপাটে চড় মারেন ওই তিনজনের মধ্যে এক যুবককে। এরপরেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে অভিযুক্তরা। অভিযোগ, এরপর তিনজন চড়াও হয় তরুণীর বন্ধুর ওপর। প্লাটফর্মে ফেলে মারা হয় ওই যুবককে। সেখানে কোনও পুলিশকে দেখতে পাননি তরুণী। তিনি বলেন, 'লিখিত অভিযোগ দায়ের করার সময়ও ওই তিনজন পুলিশের সামনে বলতে থাকে, কার গায়ে হাত দিয়েছিস জানিস না। দেখে নেব। জানিস না আমি কে।' ফলে সমগ্র ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে ট্রেনে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে।

আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এফআইআর'র হুঁশিয়ারি কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এবার এফআইআর-এর হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। স্বাস্থ্য ধর্মঘটের নামে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করলে আন্দোলনের অন্যতম দুই মুখ দেবাশিস হালদার ও অনিকেত মাহাতোর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করারও নিদান দিলেন তিনি।

সোমবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ। তাতে লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠক সফল হোক। যদি জেদ করে বৈঠক ভেস্তে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ধর্মঘট হয়, তাহলে যদি বাংলার কোনও রোগীর ক্ষতি হয়, নিকটবর্তী থানায় ডক্টর দেবাশিস হালদার, ডক্টর অনিকেত মাহাতোর নামে এফআইআর করুন। কারণ এরাই মূল প্ররোচক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ডাক্তার। তবে ডাঃ কিঞ্জল নন্দর নাম দেবেন না। কারণ ও ওদের সঙ্গে থাকলেও, সূত্রের খবর, বিশৃঙ্খলায় একমত নয়।'

কুণাল ঘোষের আরও বক্তব্য, 'চিকিৎসা পাওয়া আপনার মৌলিক অধিকার। প্ররোচনা দিয়ে তা থেকে বঞ্চিত করা আইনত অপরাধ। অনশনের কারণে যদি জুনিয়রদের কারওর কোনও ক্ষতি হয়, তাহলেও মূলত এরা দুজন, এদের প্ররোচনাদাতারা দায়ী থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর বারবার অভিভাবকের মতো সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়ে অনশন প্রত্যাহার করে আলোচনা করার কথা বলছেন। বাম-অতি বামদের প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবেন না।' প্রসঙ্গত, গত শনিবার যখন মুখ্যমন্ত্রী অনশনকারীদের ফোন করেছিলেন, তখন তাঁদের দশ দফা দাবি পড়ে শোনাতে বলেন। প্রথমেই ছিল স্বাস্থ্যসচিবের পদত্যাগ। সেটি নাকোচ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অভয়ার ন্যায়বিচার, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। রেফারেল সিস্টেমের ক্ষেত্রে সেন্ট্রালাইজড সিস্টেমের কথা বলা হচ্ছে, সেটা পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও জুনিয়র চিকিৎসক স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবিতে অনড়।

দমদম বিমানবন্দরে বিমান হাইজ্যাকের হুমকির ফোন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম বিমানবন্দরে ফের হুমকি ফোন। মাঝ আকাশ থেকে দেওয়া হল বিমান হাইজ্যাকের হুমকি। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, বিমানবন্দরে বিমানে রাখা আছে হাইড্রোজেন বোমা। উড়িয়ে দেওয়া হবে বিমানবন্দর। এই ফোনকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল শোরগোল বিমানবন্দরে। তড়িঘড়ি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও সিআইএসএফ।

দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, সোমবার সকাল, ঘড়ির কাঁটায় ১০ বেজে ৫৫ মিনিট। আচমকাই কলকাতা বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার সিকিউরিটি চেকিংয়ের ই-পোর্টালের

ফোনটি বেজে ওঠে। অপর প্রান্ত থেকে জানানো হয়, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝআকাশ থেকে একটি বিমান হাইজ্যাক করা হবে। এপ্রান্ত থেকে কিছু বলার আগেই কেটে যায় ফোনটি। ঠিক দু'মিনিটের মাথায় ফের ফোন বেজে ওঠে। জানানো হয়, বিমানবন্দরে বিমানে হাইড্রোজেন বোমা রাখা রয়েছে। যেকোনও সময় ঘটবে বিস্ফোরণ। এই ফোন ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল আতঙ্ক ছড়ায়।

তড়িঘড়ি বিমানবন্দরে জারি করা হয় হাই এলার্ট। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক শুরু করে। প্রায় ২ ঘণ্টা চলে সেই বৈঠক। এরপর লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানায়। যে নম্বরটি থেকে ফোন এসেছিল সেটি কোথাকার বা এর নেপথ্যে কে বা কারা থাকতে পারে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

'বাংলায় বিরোধী বলে কিছুই নেই', দাবি নৈহাটির তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে এদিন প্রশাসনিক ভবনে আসেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জগদ্দল ও বীজপুরের বিধায়ক যথাক্রমে সোমনাথ শ্যাম ও সুবোধ অধিকারী, পানিহাটি ও আমডাঙ্গার বিধায়ক যথাক্রমে নির্মল ঘোষ ও রফিকুর রহমান। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে নৈহাটির তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে দাবি করলেন, বাংলায় বিরোধী বলে কিছুই নেই। জেতার ব্যাপারে তিনি দু'শো শতাংশ আশাবাদী। তাঁর মতে, উপনির্বাচনে আরজি কর কাণ্ডের ঘটনার কোনও প্রভাবই পড়বে না। অপরদিকে তৃণমূল সাংসদ

পার্থ ভৌমিক বলেন, 'মানুষের গণসমর্থন মমতা বন্দোপাধ্যায়ের প্রতি আছে। আমার ধারনা, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের প্রতি মানুষের আস্থা অব্যাহত থাকবে।' সাংসদের দাবি, রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রায় দেবেন। উত্তর ২৪ পরগনার দুটি আসনে রেকর্ড মার্জিনে দলীয় প্রার্থীরা জয়লাভ করবে।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গ বিজেপি শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে বঙ্গ বিজেপি-র মধ্যেই তৈরি হয়েছে বিভাজন। চিকিৎসকদের আন্দোলনকে প্রথম থেকেই সমর্থন করতে দেখা গেছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। এরপর রবিবার তিনি এমনও বলেছেন, জুনিয়র চিকিৎসকরা চাইলেই পতাকা ছাড়া তাঁদের আন্দোলনে যোগ দেবেন বিজেপি নেতারা। বিরোধী দলনেতার গলায় যখন এই সুর তখনই একদম পৃথক স্ট্যান্ড পয়েন্ট দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়দের। জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলন সম্পর্কে হুগলির প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ লকেটের বক্তব্য, 'জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতাদের নাক গলানোরই দরকার নেই।' প্রায় একই সুর বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের গলায়। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অনেক বেশি স্পষ্ট ভাষায় কটাক্ষ করে এই আন্দোলনকে 'খিচুড়ি' বলে আখ্যায়িত করেন।

এদিকে আবার শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছেন, 'ডাক্তারদের সব আন্দোলন, অরাজনৈতিক। তাতে বিজেপির সমর্থন রয়েছে। তাঁরা যেদিন বলবেন বিজেপির জনপ্রতিনিধি, নেতারা পতাকা ছাড়া আন্দোলনে যেতে পারেন, আমরাও চলে যাব। তাঁরা সে ডাক এখনও দেননি।'

এরপরই লকেট চট্টোপাধ্যায় একদম ১৮০ডিগ্রি অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর মত পোষণ করে জানান, 'অনেকেই চিকিৎসকদের আন্দোলনের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। বিভিন্ন দলের লোকজন এসে চিকিৎসকদের দাবি দাওয়াকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয়, জুনিয়র ডাক্তাররা যখন চাইছেন না, রাজনৈতিক ভাবে সেখানে না যাওয়াই ভাল। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন জুনিয়র ডাক্তারদেরই থাকুক।'

দিলীপ ঘোষ অবশ্য নিজস্ব ভঙ্গিতেই রাখঢাক না করে বলেছেন, 'এই যে আন্দোলন চলছে, কে চালাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে আমরাও বুঝতে পারছি না, পাবলিকও বুঝতে পারছে না। বামপন্থীরাই পিছন থেকে চালাচ্ছে। আবার ওদেরই পুরনো লোক একজন চিকিৎসক গিয়ে আবার কুণালবাবুর সঙ্গে বৈঠক করছেন। তার মানে খিচুড়িটা কি তৈরি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। আরজি করের ঘটনা নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেটা গৌণ হয়ে যাচ্ছে। সেটাই যেন আন্দোলনের মুখ্য বিষয় থাকে।'

চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং প্রাক্তন সাংসদের এ হেন মন্তব্যে স্বভাবতই অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। এই সূত্রেই ফের একবার প্রকাশ্যে চলে এল বিজেপির আদি নব্য দ্বন্দ্বও।

থিমের কালীপুজোয় চমক দিতে তৈরি ভবানীপুরের নীতি সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিন্দু পুরাণ মতে, কালী দেবী দুর্গারই একটি শক্তি। সংস্কৃত ভাষার 'কাল' শধ থেকে কালী নামের উৎপত্তি। কালী পুজো হচ্ছে শক্তির আরাধনা। জগতের সকল অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শুভ শক্তির বিজয়ের মধ্যেই রয়েছে কালীপুজোর মাহাত্ম্য।

দুর্গাপুজো শেষে এবার আলোর উৎসব দীপাবলির জন্য অপেক্ষা। কালী প্রতিমা তৈরি থেকে মণ্ডপসজ্জার কাজ জোরকদমে চলছে। পিছিয়ে নেই ভবানীপুরের পুলিশ লাইনের কাছে নীতি সংঘ। সম্প্রতি ধুমধাম করেই হয়ে গেল তাদের কালীপুজোর খুঁটি পুজো। এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা নীতি সংঘ ক্লাবের সচিব ভিকি সাউ। ৭৩ বছরে পড়ল এবারে নীতি সংঘের কালী পুজো। সাবেকিয়ানার প্রতিমা গড়েই তাক লাগিয়ে দেয় নীতি সংঘ। তবে এবার বিশেষ আকর্ষণ তাদের থিমের মণ্ডপ। তাদের থিম এবার 'সুতোয় বাধা

মাটি'। পশ্চিম মেদিনীপুরের শিল্পী কমল বিশ্বাসের হাতেই গড়ে উঠছে এই বিশেষ থিম। নীতি সংঘের এই পুজোয় চেয়ারম্যান মদন মিত্র। ভাইস চেয়ারম্যান বাবুল সিং। আর প্রেসিডেন্ট বাবুন বন্দোপাধ্যায়। ফলে, সচিব ভিকি সাউয়ের উদ্যোগে আলোর উৎসবে ঝলমলে যে পুজো হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস, বঙ্গ সফর বাতিল অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার কলকাতায় আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তবে হঠাৎই পূর্বনির্ধারিত সফর বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজ্য বিজেপির 'সদস্য সংগ্রহ অভিযানের' সূচনা করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, শাহের বঙ্গ-সফর বাতিল করা হচ্ছে। তবে কী কারণে এই সফর বাতিল হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দুর্যোগ চলতে পারে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, এই দুর্যোগ পরিস্থিতির কথা মাথায়

রেখেই আপাতত রাজ্যে আসছেন না শাহ। তবে রাজ্য বিজেপি শাহি সফরকে 'বাতিল' বলতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর আপাতত স্থগিত রইল মাত্র।বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করার পাশাপাশি নদিয়ার কল্যাণী বং হুগলির আরামবাগে দু'টি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল শাহের। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, কল্যাণীতে বিসএফের একটি কর্মসূচিতে এবং আরামবাগে সমবায় মন্ত্রকের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতেন তিনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওই দুই কর্মসূচিই বাতিল করা হচ্ছে।

স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে ত্রিশতম বর্ষের বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমজমাট স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী। ৩০তম বর্ষের অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, মিষ্টিমুখ কোনও কিছুরই খামতি ছিল না ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পিএনটি মাঠে। দুর্গাপুজো শেষে মায়ের বিদায়ে সকলের মন ভারাক্রান্ত। তাই মানুষকে একটু আনন্দ দিতে বিশেষ উদ্যোগ নেন কলকাতা পুরনিগমের পুর পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। বাম জমানার পর তৃণমূল কংগ্রেস বিজয়া সম্মিলনী করলেও, স্বপন সমাদ্দার তা চালু করেন বাম আমলেই। দেখতে দেখতে এবার ৩০ বছর।

স্বপন সমাদ্দার বর্তমানে ৫৬

নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা। তবে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড হাতের তালুর মতোই চেনা তাঁর। রাজনৈতিক উত্থানও এখান থেকেই। রাজনৈতির মহলে স্বপন সমাদ্দারকে বলা হয় জায়ান্ট কিলার। বাম আমলে বেলেঘাটায় তৎকালীন মেয়র ও পদপ্রার্থী হেভিওয়েট নেতা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে চমকেই দিয়েছিলেন তিনি। জেতার কারণই ছিল একটাই, মানুকে ভালোবাসা, পাশে থাকা। সমাজসেবা করা।পরবর্তী সময়ে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা পদপ্রার্থী হয়ে যাওয়ায়, তিনি ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে লড়াই করেন। সেখানেও জেতেন। তবে ভোলেননি পুরনো ওয়ার্ডকে। বর্তমানে পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ধুমধাম করেই এলাকার মানুষদের নিয়ে পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস, স্বপন সমাদ্দাররা মাতলেন এবারের বিজয়া সম্মিলনীতে।

সম্পাদকীয়

ভারতের এক দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে!

অভূতপূর্ব ভাবে দুই দেশ অন্তত ছয় জন কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, বাক্ স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে এঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার চালাচ্ছেন। প্রচুর অভিবাসন ভিসা সোজাসুজি বাতিল হচ্ছে, বেড়াতে যাওয়ার ভিসার আবেদন গ্রাহ্যই হচ্ছে না। সাধারণত এই ধরনের পদক্ষেপগুলি পারস্পরিকতার ভিত্তিতে করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে-হেতু আক্রমণ ও সম্পর্কচ্ছেদ প্রথমেই শুরু করেছে কানাডা, ভারতের বিদেশ মন্ত্রক যে পাল্টা পদক্ষেপ করতেই পারে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাস্তবিক, পরিস্থিতি এখন যেমন, তাতে ভারত বলতেই পারে যে অভিযোগ প্রমাণের মতো নথিপত্র না দেখাতে পারলে কানাডার আন্তর্জাতিক মঞ্চে জবাবদিহি করা উচিত। তবে, একটি অন্ধকার খাদও আছে বইকি। কানাডার বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির বিশেষ সতর্ক হয়ে তদন্ত করা আবশ্যক যে, দেশীয় কূটনীতিকরা সেখানে ঠিক কী ধরনের অপ্রকাশ্য 'অপারেশনস' করেছেন। কথাটা উঠছে এই জন্যই যে ভারতের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কিন্তু এই প্রথম নয়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নিজের সীমা পেরিয়ে গিয়ে আগেও এমন কাজ করেছে, হয়তো খোদ সরকারও সে বিষয়ে যথেষ্ট অবগত ও অবহিত থাকেনি। এই প্রসঙ্গে অপরাধ জগতের অন্যতম নেতা লরেন্স বিশ্নোই-এর নামটি এখন গুরুত্বপূর্ণ, কানাডার পুলিশি তদন্তসূত্রে। নানা নিধনপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত এই বিশ্নোই সম্প্রতি জঙ্গি-সম্পর্কে অভিযুক্ত মরাঠা রাজনীতিক বাবা সিদ্দিকির হত্যার ঘটনায় তাঁর নাম শোনা গিয়েছে। বিশ্নোই-এর নাম কেন আসছে কানাডার ঘটনাসূত্রে, প্রশ্ন এটাই। স্বভাবতই, কানাডা এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এখন চেষ্টায় আছে ভারতের অন্যান্য শত্রুভাবাপন্ন দেশ থেকে ভারতের এই ধরনের গোপন অনৈতিক পদক্ষেপের নিদর্শন জোগাড় করতে। হয়তো পাকিস্তান, এবং অন্যান্য পশ্চিম এশীয় দেশগুলি থেকে তেমন সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলেও যাবে। এমন ঘটনা অতীতে কম ঘটেনি। এমন তথ্য যদি মিলে যায়, তা হলে কিন্তু ভারতের এক বিপুল দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক ক্ষতি হতে চলেছে। শত্রুকে আক্রমণ করতে হলে আত্মপক্ষের সঙ্কটটি আগে সামলে নেওয়া দরকার।

শব্দবাণ-৭৮

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ভিতরে ঢোকা ৩. এক হিন্দুতীর্থ ৫. বুদ্ধি ৭. ব্যাধ, কিরাত ৮. কাব্যে রত্ন ১০. ইংরেজি পরীক্ষা দিন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.চঞ্চল, ছটফটে ২. অজ্ঞাতনামা, নামপরিচয়হীন ৩. বারো ৪. কাব্যরস উপলব্ধি করতে পারে এমন ব্যক্তি ৬. জমি ৯. সূর্য, রবি।

সমাধান: শব্দবাণ-৭৭

পাশাপাশি: ১. গান্ধিপোকা ৩. টহল ৪. তরস ৬. সেরেস্তা ৯. জিঞ্জির ১০. ইচ্ছাকৃত।

উপর-নীচ: ১. গালন ২. কাবার ৩. টসটসে ৫. সংস্কার ৭. রেজাই ৮. কূজিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

অমিত শাহ

১৯৩৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কাদের খানের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অমিত শাহের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পরিনীতি চোপড়ার জন্মদিন।*

রতন টাটা

রথীন কুমার চন্দ

১৩৫ বিলিয়ান ডলার টাটা গোষ্ঠীর সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে ছিয়াসিটি বসন্ত অতিক্রম করে কুড়ি বছরের জমানায় তিনি টাটা গোষ্ঠীর অন্যতম কর্নাধার ছিলেন অন্যদিকে ভারতীয় ব্যাবসায়ী মহলে একজন অনবদ্য সেলিব্রেটি আইকন ছিলেন। তার জীবনে অর্জিত সম্পত্তির ৬৫ শতাংশ তিনি দান করেছিলেন। ৩০ টি স্টার্টআপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছিলেন। টাটা গোষ্ঠীর লভ্যাংশ তার আমলে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পরিণত হয়েছিল।

রতন নাভাল টাটা শুধু একজন শিল্পপতি ছিলেন না ছিলেন দেশের রত্ন পদ্মভূষণ থেকে শুরু করে বিদেশি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বিদেশে শুধু উনিশশ পঞ্চান্ন সালে আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা করে পাস করেছিলেন।

আরকিটেক্ট নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা দেশের শিল্প ক্ষেত্রে তিনি বাস্তবায়িত করেছেন কম, দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইস্পাত, গাড়ি, হোটেল এবং আরো নানাবিধ শিল্পের মধ্যে দিয়ে।

জীবনের প্রথম দিকে এক অনিশ্চয় পরিবেশের মধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। বাবা মার বিচ্ছেদ তার জীবনে কালো মেঘের ঘনঘটা নামিয়ে এনেছিল। কিন্তু ঠাকুমার অদম্য মানসিকতা এবং বিপরীত পরিস্থিতিকে কিভাবে মোকাবিলা করতে হয় ঠাকুমার কাছ থেকে সেই শিক্ষা পাঠ করেছিলেন ।

বাবা চেয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার হতে কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন আর্কিটেক্ট হতে, এর পরেই তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করেন আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন জীবনের দুটো বছর তার বিদেশেই কেটে যায় চাকরি সূত্রে।

ক্যালিফর্নিয়ার এক তরুণীকে ভালোবাসেন এবং তার বিয়েও ঠিক হয় কিন্তু সে সময়ে ঠাকুরমার শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। তরুণীর বাড়ির লোক কোনোভাবেই চাইছিলেন না তাদের মেয়ে ভারতের চলে যাক এই পরিস্থিতিতে তার বিয়ে করার মনবাঞ্ছা সারা জীবনের মতন যতি চিহ্ন পড়ে।

তিতলি চায়ের মাধ্যমে সকালের চায়ের আসরে, তুফানি চুমুকে ঝড় তোলা ও স্টারবাক্স কফিতে 'দা টেস্ট অফ ইন্ডিয়া' কে উজ্জীবিত রাখা, রতন টাটার অন্যতম স্বপ্ন ছিল, টাটার নুন এবং মসলা ভারতীয় বাজারে নামাক কা আসলি স্বাদ জানান দিত। বিগ বাস্কেট এর মাধ্যমে মুদি সদয়ের নিত্যদিনের ব্যবহার্য এবং তরতাজা আনাস পাতি সম্ভার সাধারণ গৃহস্থলীকে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। কালো কিসের রাঙ্গ স্তার বুক চিরে টাটা গাড়ি এগিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে সেই স্বপ্ন পূরণে টাটার গাড়ির পথচলা শুরু। টেলিকমশিল্পেও হাত পাতিয়েছিলেন টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা এর সঙ্গে কেবল নেটওয়ার্ক টাটা স্কাই অন্যান্য প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে নিজেদের ব্র্যান্ডের ট্রাডিশনাল গ্যারান্টি রেখেছিলেন। রতন টাটা কতটা পথ হেঁটে ছিলেন বিজনেস টাইফুন হতে, ব্যবসায়িক জগতে টাটা গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করতে, সিদ্ধিদাতা বিনায়কের সিদ্ধি লাভ করা এবং দেব শিল্পী বিশ্বকর্মার প্রজেক্ট কে বাস্তবে রূপায়ণ করতে তিনি যে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তা তিনি অক্ষর অক্ষরে প্রমাণ করে গেছেন।

রতন নাভাল টাটা শুধু শিল্পপতি ছিলেন না একজন সমঝদার জীবন দার্শনিক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন লোহা যেমন মরচে পড়ে নষ্ট হয় জীবন ও সেই রকম নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য নষ্ট হতে পারে। তিনি আরো বলেছিলেন তিনি সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু পরে সেটা বাস্তবায়িত করার জন্য করে দেখান।

রতন টাটা তার কর্মজীবনে বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন তাদের প্রতিষ্ঠিত অনুসারী শিল্পে তাদেরই বসানো শাসকদের উদ্ধত্যের কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম হিসেবে সমস্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের ৭৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণের নির্দেশিকা জারি করেন এবং এক্সিকিউটিভদের ৬৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণের নির্দেশিকা জারি করেন। এইভাবে তিনি বেশ কিছু ঔদ্ধত্য পূর্ণ প্রশাসকদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং নিজের হাতে টাটা গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব নেন।

রতন টাটা শুধু দেশে নয় বিদেশেও অনেক শিল্প গোষ্ঠীর শিল্প সংস্থাগুলিকে টাটা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন যার মধ্যে তিতলি চা ফুড এবং ল্যান্ড রোভার গাড়ি এবং ক্যালিফোর্নিয়ার একটি হোটেল শিল্প।

দেশের অন্যতম শিল্পপতিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে প্রখর ছিলেন এবং শিল্পক্ষেত্রে তাকে কৌটিল্য বলা হতো সামাজিক ক্ষেত্রে তার অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যে সমস্ত বোর্ড অফ স্টাডিজ আছে তাদের সদস্য ছিলেন বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিনি অর্থ সাহায্য দান করেছেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন আইআইটি মুম্বাই ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেয়েছে রতন টাটার টাটা গোষ্ঠী থেকে তেমনভাবে বিদেশের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা আরো দুই একটি ইউনিভার্সিটি বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেছেন।

দেশের অন্যতম তাজ হোটেলে, মুম্বাইতে জঙ্গি আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে ৫৮ জন কর্মীকে তাকে হারাতে হয়েছিল এবং সেই সমস্ত কর্মীদের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় পশ্চিমবঙ্গে গাড়ি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে কালো মেঘের ছায়া দেখেছিলেন এখানে সেই শিল্প রূপায়িত করতে না পেরে তিনি গুজরাটে তার গাড়ি শিল্পের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন এবং ইলেকট্রনিক গাড়ি ভেদা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। সেট বেকার একটা কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছিল এই সময় যেখানে ৯৯৭ একর জমি সংরক্ষিত হয়েছিল টাটা কারখানার জন্য কিন্তু রাজনৈতিক ডামাডোলে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

রতন নেভাল টাটা তার মগজাস্ত্র কে বিশ্বকর্মার শিল্পী সত্তা দিয়ে বৈচিত্র বই পিরিত্ত এবং অনন্য উদ্ভাবনি শক্তির এক আশ্চর্য মিসেল তৈরি করেছিলেন ভারতের বিজনেস টাইকুন এই জন্যই তাকে বলা হয় কারণ ভারতের জন্য তার ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

ভোল্টাসের এয়ারকন্ডিশন মেশিন থেকে শুরু করে, সময়ের সারণিতে টাইটান ঘড়ির আত্মপ্রকাশ, পোশাক পরিচ্ছদের জগতে ওয়েস্ট সাইড, জারা ও জোডা ব্র্যান্ডে টাটা গোষ্ঠীর সম্ভার পণ্যের বাজারে অবতরণ, ক্রমা ব্র্যান্ডে ইলেকট্রনিক্স এর বাজার দখল করা, ভিস্তেরা ও ইয়ার ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ইচ্ছেডানার পাখায় ভর দিয়ে আকাশে উড়ান স্বপ্নের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা।

তিতলি চায়ের মাধ্যমে সকালের চায়ের আসরে, তুফানি চুমুকে ঝড় তোলা ও স্টারবাক্স কফিতে 'দা টেস্ট অফ ইন্ডিয়া' কে উজ্জীবিত রাখা, রতন টাটার অন্যতম স্বপ্ন ছিল, টাটার নুন এবং মসলা ভারতীয় বাজারে নামাক কা আসলি স্বাদ জানান দিত। বিগ বাস্কেট এর মাধ্যমে মুদি সদয়ের নিত্যদিনের ব্যবহার্য এবং তরতাজা আনাস পাতি সম্ভার সাধারণ গৃহস্থলীকে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। কালো কিসের রাস্তার বুক চিরে টাটা গাড়ি এগিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে সেই স্বপ্ন পূরণে টাটার গাড়ির পথচলা শুরু। টেলিকমশিল্পেও হাত পাতিয়েছিলেন টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা এর সঙ্গে কেবল নেটওয়ার্ক টাটা স্কাই অন্যান্য প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে নিজেদের ব্র্যান্ডের ট্রাডিশনাল গ্যারান্টি রেখেছিলেন।

রতন টাটা কতটা পথ হেঁটে ছিলেন বিজনেস টাইফুন হতে, ব্যবসায়িক জগতে টাটা গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করতে, সিদ্ধিদাতা বিনায়কের সিদ্ধি লাভ করা এবং দেব শিল্পী বিশ্বকর্মার প্রজেক্ট কে বাস্তবে রূপায়ণ করতে তিনি যে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তা তিনি অক্ষর অক্ষরে প্রমাণ করে গেছেন।

বসন্ত অতিক্রান্ত করা রতন টাটা তার টাটা গোষ্ঠীতে পথচলা শুরু করেছিলেন খুব সাধারণভাবেই, পরবর্তীতে তিনি টেকনিক্যাল অফিসার হিসেবে উন্নীত হন, এরপর ডাইরেক্টর হিসেবে টাটা গোষ্ঠীর উন্নয়নে তিনি পথিক হন। প্রথম জীবনে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতাই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল এবং সেই সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করার লড়াই তিনি চালিয়ে গেছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

আইনের দেবীর চক্ষুদান

শুভজিৎ বসাক

ভারতবর্ষ পরাধীনতার দু'শো বছর পেরিয়ে স্বাধীনতার অমৃতকালে পৌঁছে গিয়েছে এবং তারই সাথে বিভিন্ন পর্যায় থেকে দীর্ঘকালীন জুড়ে থাকা ঔপনিবেশিক ছাপ মুছে ফেলার লক্ষ্যে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল দেশ। যেভাবে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (IPC) বদলে গিয়েছে ন্যায়সংহিতায়, সেভাবেই শীর্ষ আদালতে ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত লেডি জাস্টিসের চেনা মূর্তি বদলে তাতে ভারতীয় ছোঁয়া আনার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন খোদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। সেই নির্দেশ মতোই সুপ্রিম কোর্টে বসানো হয়েছে নতুন ন্যায়ের মূর্তি। এই নতুন মূর্তির বিশেষত্ব, তাতে আইনের দেবীর চোখের বাঁধন খুলে গিয়েছে। মূর্তির এক হাতে আগের তরবারির পরিবর্তে রয়েছে ভারতের সংবিধান, অন্য হাতে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসাবে দাঁড়িপাল্লা। প্রধান বিচারপতির মতে, তরবারি সহিংসতার প্রতীক, কিন্তু আদালত বিচার করে সংবিধান অনুযায়ী। মূর্তির ডান হাতে থাকছে ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এর অর্থ ভারসাম্য। বিচারের সময় উভয় পক্ষের তথ্য এবং যুক্তি শোনার পরেই দাঁড়িপাল্লায় তার পরিমাণ মেপে, সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়।

পরিবর্তিত এই লেডি জাস্টিসের রূপ নিয়ে অনেক কৌতূহল উঠে আসে। তবে প্রকৃত ন্যায়ের দেবীর চেহারার উৎস খুঁজতে গেলে প্রথমেই যেখানে পৌঁছতে হয়, সেই গ্রিক পুরাণের দেবী 'থিমিস' কিন্তু কখনও অন্ধ বা চোখ ঢাকা অবস্থায় কোনও ছবি বা মূর্তিতে প্রকট হননি। আবার, রোমান পুরাণের দেবী 'জাস্টিসিয়া'-র প্রাচীনতর মূর্তিতে তাঁকে কখনও চোখ বাঁধা অবস্থায় দেখা যায় না। ইতিহাসবিদরা বলেন, জাস্টিসিয়ার উদ্ভব প্রথম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে, অগাস্টাস সিজারের রাজত্বে। সেই হিসাবে তাঁরা জাস্টিসিয়াকে যথেষ্ট প্রাচীনও মনে করেন না। চোখ বেঁধে রাখতে হয়নি প্রাচীন মিশরীয় ধর্মবিশ্বাসে সত্য, সাম্য, ন্যায়-নৈতিকতা, ঐক্য প্রভৃতির দেবী 'মাৎ' বা 'মু'য়াত'-কেও। সেকালের মিশরের বিচারপতিদের বলা হতো মু'য়াত-এর পুরোহিত। অভিব্যক্তিটির সঙ্গে 'ধর্মাবতার'-এর একটা মিল পাওয়া যায় অর্থাৎ 'My Lord' কথাটির আইনের পরিসরে সংযুক্তি 'মু'য়াত'-কে স্মরণে রেখেই।

তাহলে এই প্রতীকী 'আইনের দেবী'-কে কিভাবে চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হল এই বিষয়ে জানতে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকের ইউরোপের ইতিহাসের প্রসঙ্গ উঠে আসে। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেসমন্ড ম্যান্ডারসন 'ম্যাকগিল ল' জার্নাল'-এর ২০২০-র একটি সংখ্যায় উল্লেখ করেন যে, ইউরোপে যখন রোমান আইন গ্রহণ করার পদ্ধতি চলছে সেইসময়ে ১৪৯৪ সালে সেবাস্টিয়ান ব্র্যান্ট নামক এক আইনজীবীর লেখা ব্যঙ্গাত্মক পদ্যের সংকলনে প্রকাশিত অ্যালব্রেস্ট ড্যুরারের আঁকা কাঠখোদাই ছবিতে চোখে কাপড় দিয়ে বাঁধা আইনের দেবীকে প্রথম দেখা যায়। ম্যান্ডারসন সাহেব ওই দীর্ঘ নিবন্ধে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ছবিতে মূর্তির চোখে বাঁধা কাপড় সম্পূর্ণ ব্যঙ্গার্থে আঁকা হয়েছিল। এর কিছুদিন পর পিটর ব্রুহল দ্য এল্ডার নামের বিখ্যাত ডাচ শিল্পীও লেডি জাস্টিসের চোখে কাপড় বাঁধা ছবি আঁকলেন এবং এই ছবিতেও ব্যঙ্গার্থে ঢাকা হয়েছিল আইনের দেবীর চোখ। এভাবে আরও কিছু ছবি অঙ্কিত হওয়ার পর সপ্তদশ শতকের গোড়ায় দেখা গেল যে ন্যায়ের দেবীর উপর আরোপিত অন্ধত্ব ব্যঙ্গাত্মক ভাবমূর্তি হারিয়ে পরিণত হয়েছে পার্থিব ন্যায় বা 'ওয়ার্ল্ডলি জাস্টিস'-এ।

ইউরোপে আইনের দেবীর চোখের সামনে ঘটা অন্যায়ের প্রতি তিনি 'অন্ধ' হয়ে আছেন বোঝাতে কবি, লেখক, চিত্রকররা দেবীর চোখে কাপড় বেঁধে তাঁকে নিছক ব্যঙ্গ করে অন্ধ সাজিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী যুগে ইউরোপেই সেই ব্যঙ্গাত্মক বিষয়কে একশ্রেণীর মানুষ 'নিরপেক্ষতা'-র প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেন। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে 'আইনের চোখে সবাই সমান' বোঝাতে গিয়ে আইনের দু'টি চোখ বন্ধ করে দেওয়া, দরজা বন্ধ করে ভুলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে গিয়ে সত্য প্রকাশের পথ বন্ধ করে দেওয়ার সমতুল। তাই ভারতের আইনের দেবী পুনরায় চক্ষুষ্মতী হয়ে নতুন যুগের সূচনা করবেন, এমন স্বপ্ন এই আকালেও দেখতে আপত্তি তো থাকার কথা নয়।

সুতরাং আইনের দেবীর চোখ বাঁধা থাক বা খোলা, সেই বাহ্যিক বদলের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আইন সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখবে এই আশ্বাসটাই প্রয়োজনীয়। প্রধান বিচারপতির কথা থেকে অনুমেয় যে, আইনের দেবীর বন্ধ চোখ যে নিরপেক্ষতার বার্তা দিয়ে এসেছে এতদিন, বর্তমানের খোলা চোখের দৃষ্টিও সেই একই অর্থ বহন করছে। মূর্তি বদল হোক বা না হোক, সেই দৃষ্টির বদল না হওয়াই দেশের কাছে কাম্য।

আনন্দকথা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কীর্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে — নরেন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন

বৈকাল হইয়াছে — নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন — রাখাল, লাটু, মাস্টার, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু প্রিয়, হাজরা — সকলে আছেন।

নরেন্দ্র কীর্তন গাহিলেন, খোল বাজিতে লাগিল ঃ

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন;
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত,
(কিবা) বিজলি চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।
হৃদি-কমলাসনে ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।
চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।

নরেন্দ্র আবার গাহিলেন ঃ

(১) **সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে।**
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।
(সেদিন কবে হবে) (দীনজনের ভাগ্যে নাথ)।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

৭ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগে গ্রেপ্তার পোস্টমাস্টার

তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে টাকার পরিমাণ বাড়বে, দাবি মুখ্য ডাকঘরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর ব্লকের মড়ার গ্রামে একটি শাখা পোস্ট অফিসে এলাকার অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ ডাকঘরে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা রেখেছিলেন। কেউ ৫০ হাজার কেউ ১ লাখ কেউ আবার ৩ লাখ টাকা

পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে রেখে ছিলেন এমনটাই দাবি করেছিলেন গ্রাহকরা। হঠাৎ বেশ কিছু গ্রাহক টাকা তুলতে গেলে জানতে পারেন তাদের পাসবুকে যে টাকার অঙ্ক জমা রয়েছে, আদতে অ্যাকাউন্টে সেই টাকা নেই। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের প্রচুর গ্রাহক এসে উপস্থিত হয়েছিল মড়ার শাখা ডাকঘরে। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল গ্রাহকরা। বিষ্ণুপুর মুখ্য ডাকঘরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত প্রক্রিয়া শেষে আধিকারিকরা জানতে পারেন ওই পোস্টমাস্টার এই টাকা তছরুপের ঘটনায় জড়িয়ে। যে কারণেই বিষ্ণুপুর মহকুমার মুখ্য ডাকঘরের আধিকারিক ১৭ অক্টোবর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয় মড়ার পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার বিষ্ণু বেউরা গ্রাহকদের ৭ লক্ষ টাকা তছরুপ করে। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত নামে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ বিষ্ণুপুর পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে তার বাড়ি থেকে অভিযুক্ত পোস্টমাস্টারকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত পোস্টমাস্টারকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে পাঁচ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে তদন্ত প্রক্রিয়া আরো সক্রিয় করার জন্য।

বিষ্ণুপুর মুখ্য ডাকঘরের সাব পোস্টমাস্টার আশিস ঘোষ দাবি করেন এই ঘটনা ছাড়াও আরো একাধিক ঘটনায় তিনি জড়িয়ে, ভুয়ো অ্যাকাউন্ট, কিষান বিকাশ পত্র সার্টিফিকেট ভুয়ো তৈরি করে মানুষকে দিয়েছেন, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট সেটাও ভুয়ো, মহিলা সেভিংস সার্টিফিকেট কিং তৈরি করেছেন ভুয়োভাবে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

Requirment Notice

Monalisa B.Ed College And Higher Education
Kashimpur, Duttapukur

Dept of B.Ed. Required Assistant Professor for Fine Arts & Music.
Dept. of D.El.Ed. Social Science, Education.
As per NCTE Norms.
Apply within 3 days Email- carriermonalisab.ed college@gmail.com

---

RAMAKRISHNA VEDANTA MISSION TEACHERS' ACADEMY
CHANDIPUR, P.O: PIRPUR, ULUBERIA, DIST: HOWRAH
Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU & WBBPE.

RECRUITMENT NOTICE

Recruitment Notice for D.EL.ED. Course in Situation Vacancy for the post of Lecturer in Mathematics Subject.
Qualification as per NCTE norms. Apply with in 24-10-2024. with C.V. and all documents & 3 Passport Photo, through Email:- rvmta.chandipur@gmail.com, Contact No:- 9434119041.

এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২০
ই-মেইল: sbi.64076@sbi.co.in

গাড়ী ই-অকশন বিক্রয় প্রত্যাহার

শ্রী সঞ্জয় চৌধুরী, শ্রী বিপুল কৃষ্ণ সিকদার, শ্রী ইন্দ্রনীল ধর এবং মিসেস সায়নাজ খাতুন ঋণগ্রহীতা সংক্রান্ত এই সংবাদপত্রে **০৯.১০.২০২৪** তারিখে প্রকাশিত (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড + একদিন) সংশ্লিষ্ট গাড়ী ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি যেটি **২৪.১০.২০২৪** তারিখে পরিচালিত হওয়ার কথা তা ইবিক্রয় সাইটের প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং উক্ত অকশন **২৯.১০.২০২৪** তারিখে অফলাইন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। বাকি বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ: ২২.১০.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: ব্যারাকপুর — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফর্ম জি

পি এস আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতায় আর্থ মুভিং মেশিনারি শিল্প পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

১.	সিন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড** CIN : U29244WB2006PTC108701 (PAN : AADCP8704A)
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৪০/২/১জেড লেক রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	ল্যান্ড এনএইচ-৬, নিবরা, অঙ্কুরহাটি চেকপোস্ট থানা - ডোমজুড়, মাকরদহ, হাওড়া-৭১১৪০৯ বা জে৭৪২+সি৮২, এনএইচ-৬, কামরাঙ্গু, আন্দুল, হাওড়া, নিবরা - ৭১১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ (**কিছু জমি শুধুমাত্র**)
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	টাটা হিতাচি ক্রেন ডিলার শোরুম এবং রিপেয়ার সারফেসি অধীনে বিক্রি
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয় (সিডি চালু সংস্থা নয়)
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (সিডি চালু সংস্থা নয়)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	তথ্যাদি পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : **psearthibc@gmail.com** বা **manishbuchasiacs@gmail.com**
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	আরপি-র নিকট ইমেল পাঠিয়ে বিস্তারিত পাওয়া যাবে **psearthibc@gmail.com**
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৬.১১.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৭.১১.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১২.১১.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩.১১.২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৫.১১.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৫.১২.২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**psearthibc@gmail.com**

দ্রষ্টব্য :
১) প্রস্তাবক পেশাদার (''আরপি'')/ বিনিয়োগকারীগণের কমিটি (''সিওসি'') যেকোনো সময়ে ইওআই-এর মানদণ্ড পরিবর্তন করার অধিকারী।
২) আরপি/সিওসি প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার আছে, সময়সীমা বা যোগ্যতার মানদন্ড কোনো কারণ এবং দায় ছাড়াই।

স্বা/-
শ্রী মণীশ সন্তোষ বুচাসিয়া পিসিএস আইপি আরভি
প্রস্তাবক পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N00487/2017-2018/11449
পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি অধীন)
এএফএ নং AA2/11449/02/271123/202376
বৈধ ২৮.১১.২০২৩ থেকে ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ২২.১০.২০২৪
স্থান : আহমেদাবাদ

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN NO : U40104WB2008PTC130530

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য দেউলিয়াগ্রস্ত সম্পত্তির অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জামিন এবং আর্থিক সম্পদ) ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'** এবং **'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'**।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় (চালু সংস্থা ভিত্তিতে বিক্রয়)	১৮.১১.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত) (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ (স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে বিক্রয়)	১৮.১১.২০২৪ (দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত) (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫.১১.২০২৪ দুপুর ৩টে বা তার পূর্বে
উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	০৫.১১.২০২৪
উপযুক্ত ডাকদাতাদের ঘোষণা	০৬.১১.২০২৪
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	১৩.১১.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

*সম্পত্তি প্রাথমিকভাবে চালু সংস্থা হিসেবে সমুদয় অবশিষ্ট সম্পদ ফ্ল্যাট ৪০১ এবং ৬০১ সহ, স্ক্র্যাপ/দ্রব্যাদি এবং কোম্পানির নাম সহ বিক্রি করা হবে। যাহোক চালু সংস্থা হিসেবে নিলাম সফল না হলে, অবশিষ্ট সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ১ টার মধ্যে বিক্রি করা হবে।

সম্পদের বিস্তারিত

ক্রম নং	বিবরণাদি	মোট সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)	বর্ধিত পরিমাণ (টাকা)
১	চালু সংস্থা ভিত্তিতে বিক্রয় নিম্নলিখিত সম্পদসমূহ সহ চালু সংস্থা ভিত্তিতে বিক্রয় ক) ফ্ল্যাট নং ৪০১, ৯০০ বর্গফুট শ্রুতিনীর, ৪র্থ তল, ২৩/২/১ ভগবান চ্যাটার্জি লেন, থানা - ব্যাঁটরা, জেলা - হাওড়া খ) ফ্ল্যাট নং ৬০১, ১৪৯৩ বর্গফুট গণপতি এনক্লেভ, ৭ম তল, ২২, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, থানা - ব্যাঁটরা, জেলা - হাওড়া গ) অবশিষ্ট স্ক্র্যাপ/দ্রব্যাদি ঘ) কোম্পানির নাম (এ কে পাওয়ার ইনডাস্ট্রিজ প্রা. লি.)	৭৫,৫০,০০০ টাকা	৭,৫৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
২	স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে বিক্রয় ক) ১ ফ্লাট নং ৪০১-৯০০ বর্গফুটের অবস্থিত শ্রুতিনার, ৪র্থতল, ২৩/২/১, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া।	২২,৪৩,৬৯৭ টাকা	২,২৪,৩৬৯ টাকা	৫,০০০ টাকা
	খ) ফ্ল্যাট নং ৬০১-১৪৯৩ বর্গফুটের, অবস্থিত গণপতি এনক্লেভ,৭মতল, ২২, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া।	৩৭,৫৬,৩০৩ টাকা	৩,৭৫,৬৩০ টাকা	
	গ) অবশিষ্ট স্ক্র্যাপ/দ্রব্যাদি	৭,৩৪,৫৮০ টাকা	৭৩,৪৫৮ টাকা	

*অনুগ্রহ করে অবগত হোন উভয় ফ্ল্যাটই বিক্রয় হবে -সিটি সিভিল কোর্ট,৭ম বেঞ্চ টি.এস ১৭৮৩-২০২৩ সালের (ফ্ল্যাট ৪০১) এবং টি.এস ১৭৬৪-২০২৩ সালের (ফ্ল্যাট ৬০১) এর ইঞ্জাংশন অধীনে।
এই বিক্রয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট ই-নিলাম/বিক্রয় এর নিয়ম এবং শর্তাধীন সাপেক্ষে, উল্লেখ্য ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি পাওয়া যাবে https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/ এবং ইমেল আইডি cirp.akpower@gmail.com তে ইমেল করে জানা যাবে। ই-নিলাম বিষয়ে যেকোনও জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করতে হবে লিকুইডেটর বা তার সহযোগী সদস্যদের ০৩৩ ৭৯৬১১০২৭ ফোন নম্বরে।

তারিখ : ২২.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
সিএ প্রতীম বয়াল
লিকুইটেডর - এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
নথিভুক্ত ঠিকানা : ১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া, আগরপাড়া-কলকাতা ৭০০১০৯
নথিভুক্ত ইমেল আইডি : pratimbayal@gmail.com
এএফএ বৈধ ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭
কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৫

প্রতীকী দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল **১৯.০১.২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	বন্ধকদত্ত/জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. অশোক ইন্ডাস্ট্রিজ ২. সত্যনারায়ণ সিং ৩. মনোজ কুমার সিং ৪. সুনীতা সিং ৫. সত্য শ্যাম কনস্ট্রাকশন লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার USFBKOLLOAN000005008056	সংশ্লিষ্ট সকল স্থাবর সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট ষষ্ঠতলে, ফ্ল্যাট নং ৫০১, সত্য শ্যাম হোম, মৌজা লিলুয়া, জেএল নং ১২, আরএস দাগ নং ১৮৪৬/২৫০৯স ১৮৫৪, ১৮৫৫, ১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৫৮ আরএস খতিয়ান নং ৭০৯৫, এবং ৮০২৫, হোল্ডিং নং ২, ওয়ার্ড নং ৬৫, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, গণপত রাই খেমকা লেন, পো এবং থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭১১২০৪, স্বত্বাধিকারী মনোজ কুমার সিং এবং **চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : উত্তরে :** দোতলা ভবন /খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক, লিফট, লবি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **পূর্বে :** চারতলা ভবন/ খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** দোতলা ভবন/খোলা জায়গা।	দাবি নোটিশ তারিখ **২১.০৫.২০২৪**, পরিমাণ **৫১,২১,৩৮০ টাকা (একান্ন লাখ একুশ হাজার তিনশ আশি টাকা) টাকা ১৮.০৫.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য প্রযোজ্যমতে।

তারিখ - ২২.১০.২০২৪ স্থান - পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank)
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**ঋণগ্রহীতাগণ : মেসার্স শিবানি বিল্ডার্স** স্বত্বাধিকারী **শ্রী সুনন্দ সাধুখাঁ** পিতা শ্রী গৌর মোহন সাধুখাঁ, গ্রাম - সিজা, পো - খামারগাছি, থানা - বলাগড়, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৫১৫, পব শ্রী সুনন্দ সাধুখাঁ স্বত্বাধিকারী **মেসার্স শিবানি বিল্ডার্স** পিতা শ্রী গৌর মোহন সাধুখাঁ, গ্রাম - সিজা, পো - খামারগাছি, থানা - বলাগড়, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২০৩, পব এবং **শ্রীমতি পিংকি সাধুখাঁ** স্বামী শ্রী সুনন্দ সাধুখা, গ্রাম - সিজা, পো - খামারগাছি, থানা - বলাগড়, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২০৩ **শাখা :** ডুমুরদহ	০৫.০৮.২০২৪ এবং ১৯.১০.২০২৪	**৩২,৪১,৫৮০ টাকা** (বত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার পাঁচশ আশি টাকা) ০৫.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৬.০৮.২০২৪ থেকে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ শতক কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত জেএল নং ১১৮, এলআর খতিয়ান নং ৯৩২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮, সিজা কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চুঁচুড়া, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৪৩৯-২০১২ তারিখ ২১.০৬.২০১২ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৩৭৮৪ থেকে ৩৮৩৪, পিঙ্কি সাধুখাঁ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সম্পত্তি প্লট নং ৬, **দক্ষিণে :** অলোক চক্রবর্তীর সম্পত্তি, প্লট নং ১০; **পূর্বে :** এস টি কে কে রোড, **পশ্চিমে :** সম্পত্তি প্লট নং ৯।
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সোমনাথ রায়,** পিতা শ্রী মোহন রায় ২০ জামিনদারবাগান লেন শ্রীরামপুর পো - মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২০৩ পব প্রিয়াংকা রায় বর্মন **(জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী সোমনাথ রায় ২০ জামিনদারবাগান লেন শ্রীরামপুর পো - মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২০৩, পব **শাখা :** শ্রীরামপুর	০২.০৮.২০২৪ এবং ১৯.১০.২০২৪	**১৭,১১,৮২৭ টাকা** (সতের লাখ এগার হাজার আটশ সাতাশ টাকা) ০২.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৩.০৮.২০২৪ থেকে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-০১,একতলা সংশ্লিষ্ট ''অশোকা'' নামে ভবনে পরিমাণ ৬২১ বর্গফুট, (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি ৪৯৭ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) কমবেশি উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত আরএস দাগ নং ৬০৫০ , আরএস খতিয়ান নং ২০৪৬, এলআর দাগ নং ৬৫৭৭, এলআর খতিয়ান ৩০১২৯, মৌজা : শ্রীরামপুর,জেএল নং : ১৩, পুরসভা হোল্ডিং নং ২৫,জি টি রোড, (পশ্চিম),শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর উল্লেখ্য দলিল নং ০১৫৪১-২০২৩,তারিখ ০৪.০৪.২০২৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৪২৫০৬ থেকে ৪২৫৩১, শ্রী সোমানাথ রায় এর নামে।
৩	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি আখতারি বিবি,** স্বামী শ্রী বাবুজান আনসারি, ১৫, চম্পা রোড, রিষড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, ৭১২২৪৮, পব এবং **শ্রী গুলাম জিলানি আনসারি** পিতা শ্রী বাবুজান আনসারি, ১৫, চম্পা রোড, রিষড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, ৭১২২৪৮, পব **শাখা : রিষড়া**	১০.০৭.২০২৪ এবং ২১.১০.২০২৪	**৩,৭৩,৭১৬.০০ টাকা** (তিন লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশ যোলো টাকা) ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১১.০৭.২০২৪ থেকে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৪ ছটাক , ৪০.৫ বর্গফুট, কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ৪২৫০, এলআর দাগ নং ১৩৫৯৯, আরএস খতিয়ান নং ৩০২২ এলআর খতিয়ান নং ৪৯৭৪, হোল্ডিং নং ৫/এ/১, মসজিদ লেন, রিষড়া পুরসভা অধীন, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০০৮৩১ -২০১৬ সালের তারিখ ০২.০৩.২০১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৯০৭৩ থেকে ১৯০৯৭, শ্রীমতি আখতারি বিবির নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** রাজিনা খাতুন এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** প্রসাদ সাউ এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ : ২২.১০.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিআই হোম লোন সেন্টার, রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৯.০৮.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী অরুণ কুমার আচার্য পিতা শ্রী বীরেন্দ্রনাথ আচার্য এবং শ্রীমতি মিঠু আচার্য স্বামী শ্রী অরুণ কুমার আচার্য ১ নং উসমানপুর শিবির, পোস্ট - আগরপাড়া, থানা - খড়দা বর্তমানে ঘোলা, কলকাতা - ৭০০১০৯ এবং ২৯ বিটি রোড, কলকাতা - ৭০০০০২, আরও ঠিকানা হোল্ডিং নং ১৩, কমল পার্ক, বিরাটি, কলকাতা-৭০০০৫১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,২৮,৯৪২.০০ টাকা (কুড়ি লাখ আঠাশ হাজার নশো বিয়াল্লিশ টাকা) ০৯.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২০,২৮,৯৪২.০০ টাকা (কুড়ি লাখ আঠাশ হাজার নশো বিয়াল্লিশ টাকা) ০৯.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত ৫৪৫ বর্গফুট ভবন, অবস্থিত মৌজা : ওসমানপুর, জেএল নং ১৩, এল ও পি নং ১২৬, আরএস প্লট নং ৮৮৭(অংশ) এলআর দাগ নং ১২৪০, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৬ অধীন, হোল্ডিং নং ১০১, আরএন টেগোর রোড, থানা : ঘোলা,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০১-২০২০, পৃষ্ঠা ১৮০০৭৪ থেকে ১৮০১১১, দলিল নং ১৫০১০৫৯৩৭-২০২০ সালের।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী অরুণ কুমার আচার্য পিতা শ্রী বীরেন্দ্রনাথ আচার্য এবং শ্রীমতি মিঠু আচার্য স্বামী শ্রী অরুণ কুমার আচার্য।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া পুর সড়ক; **দক্ষিণে :** জমি এল ও পি নং ১২৭ অধীন, **পূর্বে :** ৫ ফুট সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** জমি এল ও পি নং ১২৮ অধীন।

তারিখ - ২১.১০.২০২৪
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০৭.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত এবং শ্রীমতি বর্ষা রক্ষিত, সোনার গাঁও, অ্যাস্টার ভিলে নং - ৩৪, মৌজা - ঝিকুরবেরিয়া, পো - বাকরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৭৭** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯,২০,২৩২ টাকা (উনত্রিশ লাখ কুড়ি হাজার দুশো বত্রিশ টাকা) টাকা এবং ১৯.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৯,২০,২৩২ টাকা (উনত্রিশ লাখ কুড়ি হাজার দুশো বত্রিশ টাকা) টাকা এবং ১৯.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ** আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৬১৩-২০২২, পৃষ্ঠা ১৪৫৫৯৬ থেকে ১৪৫৬৩০, দলিল নং ১৬১৩০৬৪৯৫- ২০২২ সালের, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
স্বত্বাধিকারী : শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত এবং শ্রীমতি বর্ষা রক্ষিত।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া ১ কাঠা ০৮ ছটাক সমপরিমাণ ২.৪৭৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১০৮০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত পাকা জি-১ তলা ভবন, বাগান বাংলোর জন্য পরিচিত **''অ্যাস্টর ভিলে নং ৩৪''** ঢাকা এরিয়া কমবেশি ১০১৯ বর্গফুট (একতলা ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৪৩৭ বর্গফুট, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা এবং দোতলায় ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৪৩৭ বর্গফুট ২ বেড রুং,১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি উভয় তলায় টাইলস দিয়ে সম্পাদিত, একটি পূজার ঘর, ঢাকা এরিয়া কমবেশি ১৪৫ বর্গফুট) সিঁড়ি, সিঁড়ি ঘর, মার্বেল মেঝে সমন্বিত প্রকল্পের নাম **''সোনার গাঁও''**, অবস্থিত মৌজা : ঝিকুরবেড়িয়া,জেএল নং ৯, আরএস নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১১৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৭,থানা : বিষ্ণুপুর, বাখড়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জোল সাব রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস, এডিএসআর বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অ্যাস্টর ভিলে নং ৩৫; **দক্ষিণে :** অ্যাস্টর ভিলে নং ৩৩, **পূর্বে :** অ্যাস্টর ভিলে নং ৪১; **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া মেটাল রোড।

তারিখ - ১৯.১০.২০২৪
স্থান - বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট -IV-A (দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১.১১.২০২৪ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

১	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **লোটন ধীবর, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী লোটন ধীবর,** পিতা শ্রী বাউল ধীবর, মৌজা : আসানসোল পৌর সংস্থা, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা আসানসোল পৌর সংস্থা, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-০২০৫-০০০১৭-২০২০,তাং ০২.০১.২০২০, সিএস প্লট নং ৭৮২২,সিএস খতিয়ান নং ১০৯০, আরএস প্লট নং ২৬৩৪৮, আরএস খতিয়ান নং ২৪৬০, জেএল নং ২০, এরিয়া ৭০২ বর্গফুট, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী লোটন ধীবর এবং শ্রীমতি সবস্বতী ধীবর। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি, উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক।	ক. ১৭.৩৪ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৭.০৩.২০২২ গ. ১৬.০৬.২০২২	১. ১৬,৩৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৩,৪০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **নিউ জননী স্টোর, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অপরেশ বিশ্বাস,** পিতা শ্রী অখিল কুমার বিশ্বাস, **স্বত্বাধিকারী : মেসার্স নিউ জননী স্টোর,** মৌজা : নরসিংবাঁধ, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোকান অবস্থিত মৌজা : নরসিংবাঁধ, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-৮৩৯৯ তারিখ ১১/০৮/২০০৩, জেএল নং ২১, আরএস প্লট নং ১৭৬৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৯২, ৪৩০৯। এরিয়া ১১৪ বর্গফুট, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী অপরেশ বিশ্বাস। সম্পত্তির (দোকানের) চৌহদ্দি :** পূর্বে : বিসি কলেজ রোড, পশ্চিমে : রিয়া ইনফোটেক এর সম্পত্তি, উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : দোকান নং ৩ (জননী স্টোর)।	ক. ৩৪.৩৬ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৫.০১.২০২৪ গ. ১৬.০৩.২০২৪	১. ৫,০০,০০০.০০ টাকা ২. ৫০,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	**চিত্তরঞ্জন শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী বিশ্বনাথ কর্মকার এবং শ্রীমতি সোমা কর্মকার, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী বিশ্বনাথ কর্মকার** পিতা কালীপদ কর্মকার, **সাকিন :** কল্যাণগ্রাম ৬, হেমন্ত বসু সরণির নিকট, পো : আকরা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান : ৭১৩৩৩৫।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা :ঘিয়াডোবা, কল্যাণগ্রাম, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-১১৭৬২, তাং ৩০.১১.২০১০, জেএল নং ৪২, খতিয়ান নং ১৩৯/১, দাগ নং ২৮৫ এবং ৩৩৫, পরিমাণ ৬.৬৫০ শতক সমপরিমাণ ৪ কাঠা। সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী বিশ্বনাথ কর্মকার এবং শ্রীমতি সোমা কর্মকার,সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সুজাতা চ্যাটার্জির ভবন, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক এবং কালিয়ান দত্তর ভবন, উত্তরে : শ্রী সুবীর মন্ডলের ভবন, দক্ষিণে : ১৫ ফুট সড়ক।	ক. ১৩.৯৪ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৩.০৩.২০২০ গ. ১৪.০১.২০২২	১. ১৩,৩৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৩৩,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	**নিয়ামতপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **লক্ষ্মণ প্রসাদ এবং ভারত প্রসাদ, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী লক্ষ্মণ প্রসাদ এবং শ্রী ভারত প্রসাদ,** পিতা শ্রী রঘুনাথ প্রসাদ, মৌজা : ভানরা, থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : ভানরা, থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ২২৫৭, তাং ০৮.০৮.২০১৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৬৮, এলআর খতিয়ান নং ২৮২৯ এবং ২৮৩১, জেএল নং ৪৬, মৌজা : ভানরা , সীতারামপুর স্টেশন রোড বাই পাশ লেন, মাস্টার পাড়া, লালা মন্দিরের নিকট, সীতারামপুর, থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী লক্ষ্মণ প্রসাদ এবং শ্রী ভারত প্রসাদ। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : গোলক মন্ডলের জমি, পশ্চিমে : দুর্গ প্রসাদ রুংটার জমি, উত্তরে : সতীশ চন্দ্র মন্ডলের জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ।	ক. ১৭.১৫ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ৩০.০১.২০২৪ গ. ২০.০৪.২০২৪	১. ১৫,৮৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৮,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫	**উখড়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **রানা ভুইঞা ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী রানা ভুইঞা,** পিতা শ্রী অশ্বিনী ভুইঞা, খোট্টাডিহি কলিয়ারি, থানা : পান্ডবেশ্বর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত এলআর খতিয়ান নং ২৩৭০, জেএল নং ১০, মৌজা : মোহাল, বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : পান্ডবেশ্বর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান , পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩৭৮। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী রানা ভুইঞা। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: ভোলার খালি জমি এবং পরে পান্ডবেশ্বর-দুর্গাপুর রোড, পূর্বে : মহ সফিকুদ্দিনের খালি জমি, দক্ষিণে : সড়ক, পশ্চিমে : ভোলার খালি জমি।	ক. ১২.৯০ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৭.০৫.২০২২ গ. ০২.০৯.২০২২	১. ৬,৪৯,০০০.০০ টাকা ২. ৬৪,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৬	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **প্রভাবতী প্রসাদ, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রীমতি প্রভাবতী প্রসাদ,** স্বামী প্রয়াত জগন্নাথ প্রসাদ, সাকিন : দক্ষিণ ধাদকা রোড, হনুমান মন্দিরের নিকট, পো এবং থানা : আসানসোল, আসানসোল : ৭১৩৩০২।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ধাদকা রোড দক্ষিণ,আসানসোল-৭১৩৩০২, বিক্রয় দলিল নং ১-৬৪৪০, বর্ষ ২০০৩, প্লট নং ৪৫৯/১১৩৫, এলআর ১৫৮৭, খতিয়ান নং সিএস ৭ এবং আরএস ১৯১, জেএল নং ২৭, ওয়ার্ড নং ২৭,থানা : আসানসোল, এরিয়া : ১৭৫৫ বর্গফুট, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি প্রভাবতী প্রসাদ। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ধাদকা রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি, উত্তরে : প্রেমনাথ প্রসাদের ভবন,দক্ষিণে : গোপাল কোথ এর ভবন।	ক. ১৫.৯২ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ১৫.০১.২০১৯ গ. ২৪.০৬.২০১৯	১. ৪০,৪২,০০০.০০ টাকা ২. ৪,০৪,২০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ১১.১১.২০২৪ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ০৮.১১.২০২৪ (**বিকেল ৪টে পর্যন্ত**)দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://ebkray.in -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ ''যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'', ''যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে'' বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **১১.১১.২০২৪** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য পনের (১৫) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২১.১০.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

গোঘাটে আজও মা কালীর বিশেষ পুজোপাঠের সময় গোটা গ্রাম নিশুতি হয়

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার প্রত্যন্ত একটি জনপদ হল গোঘাটের আগাই গ্রাম। সবুজ গাছ গাছালি ও তিন দিক জলাশয় দিয়ে ঘেরা গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালী মন্দির। জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় এক হাজার বছর আগে বর্ধমানের রাজ বংশের বংশধর সাধক সন্ন্যাসী অহরলাল গোস্বামী আগাই গ্রামে গড় তৈরি করে তৎকালীন সময়ে জঙ্গলের ভিতর মা কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু হয় মা কালীর আরাধনা। এই আগাই গ্রামের গোস্বামী পরিবারের বর্তমান সদস্যদের দাবি প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকে বংশপরম্পরা ধরে প্রাচীন প্রথা মেনেই একই রীতিনীতিতে মা কালীর পুজো অর্চনা করে আসছেন। গোস্বামী পরিবারের এক সদস্য উৎপল কান্তি গোস্বামী জানান, তৎকালীন বর্ধমানের কোনও এক রাজা তার বংশধরকে দিয়ে গোঘাটের এই আগাই গ্রামে চারটি জলাশয় কেটে গড় প্রতিষ্ঠা করে মা কালীর পুজো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময়ে আগাই গ্রাম ছিল জঙ্গলে ঘেরা পায়ে হাঁটা পথ, এমনকী গ্রামের জনসংখ্যাও ছিল খুবই কম। সন্ধের পর এই গ্রামে রাস্তা দিয়ে মানুষ যাতায়াত করত না। ডাকাতের ভয়ে মানুষ আতঙ্কে থাকতেন। জানা যায়, সেই সময় তাদেরই বাড়ির কাছে একটি বৃহৎ পুকুরে পাড়ে বিশাল এক নিম গাছ ছিল সেই নিম গাছের তলাতেই মা কালীর প্রথম পুজো হত। এই নিম গাছের তলায় ডাকাত দল পুজো করে ডাকাতি করতে যেত। নিম গাছের তলায় পুজোর পর মূল মন্দিরে দেবীর আরাধনা হত। এখনও রীতি প্রচলিত আছে। নিমগাছের নিচে যখন পুজোপাঠ শুরু হয় তখন গোটা গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। অন্ধকারে গোটা গ্রাম ঢেকে যায়। কারুর বাড়িতে কোনও আলো জ্বলে না। একটা গা ছমছমে ও রহস্যময় পরিবেশ পুরোহিত ঠাকুর নিমগাছের তলায় মা কালিকে আহ্বান জানান। এই বিষয়ে ওই গ্রামের প্রবীণ এক মহিলা জানান, এই পুজোয় বেশ কিছু প্রাচীন রীতি আছে যেগুলি সেই প্রাচীনকাল থেকেই একইভাবে একই হয়ে আসছে। প্রথমে মঙ্গল ঘট তুলে শুরু হয় পুজো। দেবী মূর্তির চক্ষুদান করে প্রথমে একটি কালো ছাগ বলি হয়। বলিদানের পর সেই ছাগের রক্ত মাটির সরাই নিয়ে গভীর রাতে চলে যেতে হয় পাশের পুকুরপাড়ে ঈশান কোণে নিমগাছের তলায়, যেখানে প্রথম মা কালীর আহ্বানে পুজো হয়। অপরদিকে পুরোহিত আনন্দ গোস্বামী জানান, আমাদের এই পূজো বহু প্রাচীনতম। বংশ পরম্পরা ধরেই তারা পুজো করে আসছেন। তৎকালীন সময়ে যেভাবে পুজো হত একেই ভাবেই হচ্ছে।

৪০ বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে মা কালীকে পুজো করছেন শেফালী বেওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কার্তিক মাসের অমাবস্যার তিথিতে মুসলিম বৃদ্ধ মহিলা শেফালী বেওয়ার কালী পুজোয় আজও মনস্কামনা পূরণ হয় অসংখ্য ভক্তদের। প্রায় ৪০ বছর ধরে স্বপ্নাদেশে পাওয়া মা কালীকে আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো দিয়ে আসছেন ৭০ বছর বয়সি বৃদ্ধা শেফালী বেওয়া। মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর ব্লকের মধ্যম কেন্দুয়া গ্রামের রেল লাইনের ধারেই রয়েছে শেফালী বিবির বাড়ি এবং কালীমাতার পুজো মণ্ডপ। যদিও বর্তমানে বয়সজনিত কারণে শেফালি বেওয়ার এই কালীপুজোয় এখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীরা। তবে সকলের একমত এই পুজোয় দেবী কালিমাতার কাছে ভক্তি ভরে যা মানত করা হয়, তাই পূরণ করেন স্বয়ং মা কালী। তারজন্যই কার্তিক মাসের অমাবস্যার নিশিরাতে এই পুজো দেখতে ভক্তদের তিল ধারণের জায়গা থাকে না। যানজট এবং শৃঙ্খলা বন্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই মোতায়েন থাকে হবিবপুর থানার পুলিশ। মালদার এই সম্প্রীতি নিদর্শন আজও যে অটুট রয়েছে তা

সমাজে সামনে উঠে এসেছে শেফালী বিবির এই কালী পুজোকে ঘিরে।

শেফালী বেওয়ার স্বামী কয়েক দশক আগেই দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার দুই ছেলে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত। তাদের সংসার রয়েছে এবং দেবী কালীমাতার আশীর্বাদে দিনমজুর শেফালী বিবির সন্তানেরা এখন রীতিমতো সাবলম্বী হয়েছেন। কয়েক দশক আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন শেফালী বেওয়া। দুই নাবালক ছেলেকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় ছিলেন তিনি। বাড়ির ঘটিবাটি বিক্রি করে চিকিৎসায় কোনও কাজ হয়নি। এরপরই হঠাৎ নাকি একদিন কালীমাতার স্বপ্নাদেশ পান শেফালী বেওয়া। গ্রামের অনেককে সেই স্বপ্না দেশের কথা বলেন তিনি। সেই সময় কেউ উপহাস করে আবার কেউ মজা করে। কিন্তু সেই সময়ে শত বাধা সত্ত্বেও কালী বন্দনায় একরোখা হয়ে পড়েন শেফালী বেওয়া। নিজের সুস্থতার কামনা করে সোয়া হাতের মূর্তি গড়ে শুরু করেন কালী পুজো। যদিও সেই সময় অনেক কথাও শুনতে হয় তাঁকে। কিন্তু কথাই বলে ধৈর্য, বিশ্বাস এবং মনোবল চাঙ্গা থাকলে সব কিছুই সম্ভব। আর সেটাই করে দেখান শেফালী বেওয়া। মা কালী আশির্বাদে সেই পুজো ধীরে ধীরে এখন শেফালী বেওয়ার পুজো নামে পরিচিত হয়ে এসেছে।

বৃদ্ধা শেফালী বেওয়া বলেন, প্রায় ৪০ বছর ধরে আমি এই পুজোর করে চলেছি। আগে নিজের হাতেই মৃৎশিল্পীর সঙ্গে প্রতিমা গড়তাম। এখন বয়স হয়েছে, পুজোর যোগান, প্যান্ডেল, মূর্তি গড়ার কাজে তদারকি করি। বাকিটা গ্রামবাসীরাই সহযোগিতা করছেন। যে যা মানত করেন দেবী মাতা পূরণ করে দেয়।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দানে ভারতের বিখ্যাত ফুটবলাদের দিয়ে প্রীতি ম্যাচ

সুমন তালুকদার ● অশোকনগর

ভারত বিখ্যাত ফুটবলারদের নিয়ে 'ম্যাচ ফর বেঙ্গল' নামে এক বিশাল প্রীতি ফুটবল ম্যাচ হতে চলেছে অশোকনগরে। জেলার সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী'র উদ্যোগ আগামী ১ডিসেম্বর অশোকনগর

স্টেডিয়ামে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এবং এই ম্যাচ থেকে উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই খেলাধুলার প্রতি সহানুভূতিশীল। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে খেলার মাঠ, পড়ুয়া সহ যুবক-যুবতীদের মাঠমুখি করতে 'খেলা হবে' দিবস চালু করেছিলেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে এমপি, এমএলএ কাপ ফুটবল শুরু হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়। ২০২১ সালের অগস্ট মাসে নেতাজি ইন্ডোরে একটি অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'খেলা ছাড়া জীবন চলে না। খেলার মধ্য দিয়েই ঐক্য, সম্প্রীতি, সংহতি, সুস্বাস্থ্য এবং সভ্যতা গড়ে ওঠে।' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পথকেই অনুসরণ করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি, অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, খেলা থেকে যে অর্থ উপার্জন হবে সেটা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আমরা পাঠাব। রাজনীতি, উন্নয়নের পাশাপাশি ফুটবল মনোরঞ্জন হবে। অশোকনগর থেকে বহু ফুটবলার রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন বড় বড় ক্লাবে খেলছে। সেই মাটিতেই এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন আরও দৃঢ় করতে চাই। তিনি আরও বলেন, কয়েক বছর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্পেন সফরে গিয়েছিলেন। তখন বাংলায় ফুটবল অ্যাকাডেমি করার জন্য 'লা লিগা'র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে আমরা অশোকনগরে একটি ফুটবল একাডেমি করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

অশোকনগরে এমএলএ কাপের পাশাপাশি, ভারতীয় ফুটবলের স্বনামধন্য খেলোয়াড়দের নিয়ে হতে চলেছে এক বিরাট প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। আগামী ১ডিসেম্বরের 'ম্যাচ ফর বেঙ্গল' এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে দেখা যাবে ভারতের একদা প্রখ্যাত, বর্তমানে প্রাক্তন ফুটবলারদের। তাদের নিয়েই তৈরি হবে 'ইন্ডিয়া রেড' ও 'ইন্ডিয়া ব্লু' নামে দুটি দল। সেই দুই দলে থাকবেন বিজায়ন, আনচেরি, আলবিটো, সুরেশ, বাইচুং এর মতো একাধিক স্বনামধন্য ফুটবলার। এদের মধ্যে যারা জয়ী হবে তাদের সঙ্গে খেলা হবে অশোকনগর একাদশের। এই খেলাকে ঘিরে চরম উন্মাদনা তৈরি হয়েছে জেলা জুড়ে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বীরভূম আর্টিসানির উদ্যোগে বীরভূম সাহিত্য পরিষদ সভা কক্ষে ২৩ জন শিল্পীদের নিয়ে তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল মৃৎ শিল্পের কর্মশালা।

সিউড়ি লিজ ক্লাবের শতবার্ষিকী সভাকক্ষে সোমবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মিলনী। সিউড়ি শহরের প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নান্দনিক সংগীত চর্চা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শান্তব্রত নন্দন।

সোমবার অর্থাৎ ৪ কার্তিক দক্ষিণ ২৪ পরগনার আয়মাতে অনুষ্ঠিত হল মহান সুফি সাধক সৈয়দ শাহ আলহাজ্ব মাওলানা সুলতানুল আরেফিন আফতাব উদ্দিন শাহ কুদ্দুশোস সালেকিন জুল্লেয়ালা হাসানি আল হুসেনি (রঃ) এর পবিত্র উরষ মোবারক। উল্লেখ্য প্রতি বছর এই দিনটিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর হাজার হাজার অনুগামী শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসে। উল্লেখ্য, প্রায় দুশো বছর আগে তিনি মাদারিয়া আশেকান তরিকার প্রচার করেন। উল্লেখ্য ইসলামের শান্তি, সম্প্রীতি ও মানব কল্যাণের ধারা অর্থাৎ মাদারিয়া সুফি ঘরানা প্রচার করেন তিনি। এদিন সারা রাত ধরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বৈদ্যবাটি নার্সারি রোড বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটি জ্যান্ত উট আনায় দায়ের অভিযোগ

বনস্পতি দে ● বৈদ্যবাটি

হুগলির বৈদ্যবাটি নার্সারি রোড বারোয়ারি দুর্গাপুজোর থিম সিন্ধু সভ্যতা। পুজো কমিটি অর্ডার দিয়ে ওড়িশা থেকে হাজির করেছিল জ্যান্ত উট! কিন্তু বাধ সাধল দেশের আইন, অভিযোগ দায়ের শেওড়াফুলি থানায়। বৈদ্যবাটি নার্সারি রোড বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটি ওড়িশা থেকে হাজির করেছিল জ্যান্ত উট। পুজো এবার ২৫ বছরে। তাই বোধহয় পুজো কমিটি ফিরতে চেয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২,৫০০ বছরে। শিল্পীর হাতে একটু একটু করে সেজে উঠেছিল থিমের মণ্ডপ, ঠিক যেন এক টুকরো মহেঞ্জোদারো। তবে শুধু ইট-বালি-পাথরে কি আর শিল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়? তাই হুগলির বৈদ্যবাটি নার্সারি রোড বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটি অর্ডার দিয়ে ওড়িশা থেকে হাজির করেছিল জ্যান্ত উট! ৫ থেকে ১২ অক্টোবর, পুজোর কয়েকটা দিন ওই থিমের মহেঞ্জোদারোর পাশেই মুখে বিশেষ জাল লাগানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল সে।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সময়ে উটদের জন্য আইন ছিল না ঠিকই। কিন্তু তার পর তো সাড়ে চার হাজার বছর পেরিয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে উট এখন খাতায়কলমে 'ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল'। ইচ্ছেমতো তাকে কোথাও থেকে এনে মনোরঞ্জনের জন্য বসিয়ে রাখা যায় না। তাই পুজোর এমন 'লাইভ' থিম একাধিক পশুপ্রেমী সংগঠনের চোখে পড়তে ১০ অক্টোবর, সপ্তমীর দিনই কেপ ফাউন্ডেশন নামের একটি সংস্থার তরফে অভিযোগ দায়ের হয় শেওড়াফুলি থানায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখ ালিখি শুরু করেন অভিনেতা তথাগত মুখোপাধ্যায়, শ্রীলেখা মিত্ররা।

দশমী পর্যন্ত উটটি মণ্ডপের পাশেই ছিল। এর মধ্যেই উটের মালিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার হুগলি জেলা আদালতে মামলাটি উঠলে বিচারক ধৃত ব্যক্তিকে ১ হাজার টাকা বন্ডে জামিন দেওয়ার পাশাপাশি উটটিকে দ্রুত একটি পশু হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেন। সেই মতো রবিবার সকালে পুলিশের উপস্থিতিতে উটটিকে পশু হাসপাতালের কর্মীদের হাতে তুলে দেন পুজোর ক্লাবের সদস্যরা। মা কৈলাসে পাড়ি

দিয়েছেন এক সপ্তাহ হল। কিন্তু মায়ের পুজোর 'লাইভ' থিমকে কাছছাড়া করতে নারাজ বৈদ্যবাটি নার্সারি রোড। সপ্তাহ তিনেক মরুভূমির জাহাজকে বাড়ির পাশে দিনভর জাবর কাটতে দেখে মায়া পড়ে গিয়েছিল পাড়ার লোকেদের। এ ভাবে পুজোর থিমের নাম করে, কোনও সরকারি অনুমতি ছাড়া ভিনরাজ্য থেকে উট এনে যে মণ্ডপের পাশে বেঁধে রাখা যায় না; এ সব আইনি সমীকরণ বুঝতেই চাননি তাঁরা।

পরে উটটিকে লরিতে চাপিয়ে ছায়া অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওড়িশা থেকে আনা ওই উটের মালিক এবার নিজের পোষ্যকে ফিরে পেতে ক্লাবের কর্তাদের হাতেপায়ে ধরছেন। পুজোর ক'দিনে তাঁর যা আয় হয়েছে, উটটি সঙ্গে না থাকলে তার কিছুই হবে না। উল্টে অন্ন সংস্থান বন্ধের উপক্রম হবে। সংশ্লিষ্ট ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'আমরা বেআইনি কোনও কাজ করিনি। উট কোনও বন্যপ্রাণী নয়। তাই বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত আইন এক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। ওই প্রাণীটিকে দিয়ে আমরা ব্যবসায়িক কাজও করাইনি। আমরা আইনি লড়াই লড়ব, উচ্চ আদালতে যাব।'

উট সত্যিই কোনও বন্যপ্রাণী নয়। কিন্তু 'গৃহপালিত প্রাণী' হওয়ার সুবাদেও তার কিছু আইনি রক্ষাকবচ এদেশে আছে। প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস অ্যাক্ট (১৯৬০), পারফর্মিং অ্যানিম্যালস রুলস (১৯৭৩) এবং ট্রান্সপোর্ট অফ অ্যানিম্যালস রুলস (১৯৭৮) মেনেই উটকে কোনও অনুষ্ঠান বা মনোরঞ্জেনর কাজে ব্যবহার করা যায়।

বিধানসভার নির্বাচনের পর অবসরের সিদ্ধান্ত কেষ্টর

আমাকে যত খুশি গাল দিন, দলকে গাল দেবেন না, সিউড়িতে বললেন অনুব্রত

মিলন গোস্বামী

সিউড়ি: ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর দলীয় পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিতে পারেন

বীরভূমের 'বাঘ' অনুব্রত মণ্ডল। দীর্ঘ দুই বছরের বেশি তিহার জেলে কাটিয়ে সম্প্রতি বীরভূমে ফিরেছেন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট, বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি হিসেবে গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের নির্দেশে বীরভূমের প্রতিটি ব্লকে বিজয়া সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত থাকছেন অনুব্রত মণ্ডল। প্রায় প্রতিটি জায়গায় তিনি সকলকে একসাথে নিয়ে দলে থাকার কথা বলছেন, একসঙ্গে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন। সোমবার সিউড়ি দু'নম্বর ব্লকে পুরন্দরপুরে বান্ধব সমিতির ময়দানে বিজয়া সম্মেলনের মঞ্চে উপস্থিত হন অনুব্রত মণ্ডল সেখানেও সকলকে নিয়ে বীরভূমে তৃণমূলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। কিন্তু সোমবার বিকেলেই সিউড়ি এক নম্বর ব্লক ও সিউড়ি পুরসভার উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনের মঞ্চে ফের একবার সকলকে নিয়ে দলকে শক্তিশালী করার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, আমি কোনও নেতা নই, আমরা সকলকে নিয়ে মিলেমিশে থাকব। তিনি বলেন, মানুষকে আমরা ভালোবেসে কাছে টেনে নেব। ইচ্ছা হলে আমাকে গাল দিতে পারেন, যত খুশি গাল দিতে পারেন কিন্তু দলটাকে গাল দেবেন না। এই দলটা খুব কষ্ট করে এসেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। মমতা ব্যানার্জি অনেক কষ্ট করেছে, মার খেয়েছে তারপর এই দলটা আজ স্বীকৃতি পেয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি নুরুল ইসলাম, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে আর দলে না থাকার কথা বলেছেন। তখন তিনি নুরুলকে বলেন, ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দুই বন্ধু মিলে একসঙ্গে অবসর নেব'।

ডিউটিতে যোগ দিতে আসার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু নার্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ডিউটিতে যোগ দিতে আসার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক নার্সের। ঘটনায় গুরুতর জখম মৃতের স্বামী। সোমবার দুপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার রাজানগরে। মৃত ওই নার্সের নাম মৌসুমী দাস (৩৫)। তাঁর বাড়ি রাজানগর গ্রামেই। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে। জানা গিয়েছে মোটরবাইকের পিছনে ছাতা ধরে বসেই থাকায় বিপত্তি ঘটেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ইভিনিং শিফটের ডিউটি ধরার জন্য স্বামীর মোটরবাইকে চেপে রাজানগর থেকে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন মৌসুমী দাস নামে ওই নার্স। মৌসুমীদেবী ছাতা ধরে ছিলেন। ছাতায় হাওয়া ধরায় বাইকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজনেই বাইক থেকে ছিটিকে পড়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে জঙ্গিপুর সুপার হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানেই মৃত্যু হয় মৌসুমী দাসের। গুরুতর জখম মৃতের স্বামীর চিকিৎসা চলছে। এভাবে একজন নার্সের মৃত্যুতে কার্যত শোকস্তব্ধ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সহকর্মীরা। শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবারেও। মৃতের দুই ছেলে মেয়ে রয়েছে। মৃত মৌসুমী দাসের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে আনা হয়েছে।

জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার কাশিনাথ পাঁজা বলেন, উনি গত পাঁচ বছর এই হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। এদিন ডিউটিতে আসার পথে দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। চিকিৎসাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু বাঁচানো যায়নি।

খাদ্যপ্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডির নামে পোস্টার, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উপ নির্বাচনের আগেই তৃণমূল নেত্রী তথা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তালড্যাংরা বিধানসভা এলাকার শিবডাঙা-গোবিন্দপুর ভায়া বিবড়দা রাজ্য সড়কের উপর ইন্দপুরের কুরুস্থলিয়া, কচুইপাল ও যুগীবাইদ মোড়ের বাস যাত্রী প্রতিক্ষালয় সহ বিভিন্ন দোকানের দেওয়ালে একাধিক পোস্টার পড়ল। 'সাধারণ জনগণে'র নামে সাদা কাগজের উপর হাতে লেখা পোস্টার, ওই পোস্টার ঘিরে ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই পোস্টারগুলিতে, খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডির এত জায়গা জমি হল কিভাবে থেকে শুরু করে তাঁর শোরুমগুলো কিভাবে হল সহ নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যদিও রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এই পোস্টার দিল বিষয়টি স্পষ্ট নয় কারো কাছেই।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রতিদিনকার মতো এদিন সকালেই এই রাস্তা দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে যাওয়ার পথে পোস্টারগুলি তাঁদের চোখে পড়ে। এবিষয়ে জানতে একাধিকবার মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডিকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তাই তার প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে হল স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুরের অন্তর্গত কুলাপাড়ায় এই রক্তদান শিবির। জানা গিয়েছে, অল স্টার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী ক্লাব এই রক্তদানের উদ্যোগ নেয়। এই শিবিরে ১০০ জন এলাকার বাসিন্দা স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। তার মধ্যে মহিলা ৬৮ জন ও পুরুষ ৩২জন। রক্তদান শিবিরের সংগঠক, মেডিক্যাল টিম এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে জড়িত অন্যান্যরা শিবিরটি সুসংগঠিত ভাবে পরিচালিনা করেন। রক্তের পর্যাপ্ত যোগান বাড়ানো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য কার্যকরি হবে বলে এই রক্তদানের শিবির করা হয়েছে।

সিউড়ি বেনীমাধব হাই স্কুল ময়দানে বিজয়া সম্মেলনে পড়ন্ত বিকেলে চায়ের কাপে চুমুক কেষ্টর।

তৃণমূলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই হাড়োয়ায় বোমাবাজি, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়া উপনির্বাচনের তৃণমূলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই বোমাবাজি, তাজা বোমা উদ্ধার। আহত একাধিক তৃণমূল কর্মী। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তৃণমূলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব কি প্রকাশ্যে চলে এল। যদিও তৃণমূল কর্মীদের দাবি ব্যাক্তিগত গন্ডগোলকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা চলছে। রবিবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা হাড়োয়ার গোপালপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটরা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি ঘটনায় তিন থেকে চার জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছে। হাড়োয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কাকে করা হবে তাই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেই বিরোধ ছিল। প্রার্থীর নাম ঘোষণার পরেই সেই ক্ষোভ আরও বাড়ে। এরপরেই রাতেই হাড়োয়ার গোপালপুর দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটরা এলাকায় একটি মাছের ঘেরিতে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বোমাবাজি হয়। গোপালপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলের দুটি অংশ এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছিল। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বোমাবাজি বলে অভিযোগ, বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী বোমার আঘাতে গুরুতর জখম। যদিও গোপালপুর ২ নম্বর অঞ্চল যুব তৃণমূলের সভাপতি কামারুল ইসলামের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত গন্ডগোলের জেরে দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে।

পদ পেয়ে, টাকা করে, গাড়ি চড়ে ঘুরলেই নেতা হওয়া যায় না সমীর চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ১৫ মাস পরে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে সকলকে নিয়ে কাজ করার বার্তা সমীর চক্রবর্তীর। 'পদ পেয়ে, টাকা করে, গাড়ি চড়ে ঘুরলেই নেতা হওয়া যায় না' কর্মীদের স্মরণ করালেন সমীর চক্রবর্তী। হাতে আর মাত্র ১৫ মাস। তারপরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেকথা স্মরণ করিয়ে বাঁকুড়ার কোতুলপুরে এবার দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে উঠেপড়ে লাগলো তৃণমূল। দলের বিজয়া সম্মিলনীতে হাজির হয়ে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে সকলকে নিয়ে কাজ করার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূলের রাজ্য নেতা সমীর চক্রবর্তী দলের পদাধিকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, দলে আজকে এসে পদ পেয়ে গেলাম, প্রচুর টাকার মালিক হয়ে গেলাম, স্কর্পিও গাড়ি চড়ে ঘুরে বেরাব তাহলে মানুষ কিন্তু প্রশ্ন করবেই।

বাঁকুড়ার কোতুলপুর বিধানসভা একসময় ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি। ২০১১ সালে এই বিধানসভা যায় কংগ্রেসের হাতে। পরে কংগ্রেস বিধায়ক সৌমিত্র খাঁ তৃণমূলে যোগ দিলে ওই বিধানসভায় তৃণমূলের শক্ত সংগঠন গড়ে ওঠে। ২০১৪ সালের উপনির্বাচনে ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই বিধানসভায় পরপর দুবার তৃণমূল জয়ী হয়। কিন্তু ২০২১ সালে ফের পাশা বদলে ওই বিধানসভা যায় বিজেপির হাতে। পরে বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার দল বদলে তৃণমূলে যোগ দিলেও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে ওই বিধানসভায় ফের এগিয়ে যায় বিজেপি। তৃণমূলের এই শক্ত জমিতে একের পর এক হারের জন্য তৃণমূল দায়ী করে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই। সূত্রের খবর দল বদল করে তৃণমূলে আসা বিধায়ক হরকালী প্রতিহারকে মেনে নিতে পারায় গত লোকসভা নির্বাচনে ব্লক স্তরের বহু তৃণমূল নেতাই সেভাবে কাজ করেননি। এবার দলের অন্দরে সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে ২০২৬ এর নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে মরিয়া চেষ্টা দেখা গেল তৃণমূলের অন্দরে। দলের বিজয়া সম্মেলনে স্পষ্টতই তৃণমূলের রাজ্য নেতা সমীর চক্রবর্তী ব্লক ও জেলা স্তরের নেতাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়, সকলকে নিয়েই কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে তাঁর নিদান, 'আজ দলে এসে নেতা হয়ে গেলাম, কালই প্রচুর টাকা করে ফেললাম, স্কর্পিও গাড়ি চড়ে ঘুরে বেরাচ্ছি এমন হলে মানুষ প্রশ্ন করবেই। মনে রাখবেন গণতন্ত্রের চাবুক মারাত্মক। এখানে শেষ কথা বলে মানুষই।

সমুদ্রগড় রেল বাজারে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সমুদ্রগড়: মাত্র কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে শারদ উৎসব। সামনেই দীপাবলীর উৎসব। এরই মধ্যে চলছে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানোর পর্ব। সকলেই বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় সেরে নিচ্ছেন একে অপরের সঙ্গে দেখা করে। তেমনই বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে সোমবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত সমুদ্রগড় রেল বাজারে হাজির হন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিন সকাল সকাল সমুদ্রগড় রেল বাজারের গিয়ে সমস্ত ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে সেরে নেন কুশল বিনিময়। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে সমস্ত সমুদ্রগড়বাসী, সমুদ্রগড় রেল বাজারের ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতা বিক্রেতা টোটো চালক সহ সবাইকে তিনি প্রণাম এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তার সঙ্গে ঈশ্বর যাতে সকলের ভালো করেন এই প্রার্থনাও করেন। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নসরতপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কানন বর্মন, উপপ্রধান মোবিন হোসেন মণ্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মোদিকে নিয়ে বিবিসির তথ্যচিত্র বিতর্ক সুপ্রিম-শুনানি স্থগিত জানুয়ারি পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে 'ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন' (বিবিসি)-এর তৈরি তথ্যচিত্র, 'ইন্ডিয়া দ্য মোদি কোয়েশ্চেন'-এর উপর কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন জমা পড়েছিল আগেই। সেই মামলায় এ বার আগামী বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত শুনানি পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মামলাটির শুনানি স্থগিত রেখেছে। শীর্ষ আদালতের যুক্তি, কেন্দ্রের পাল্টা হলফনামা এখনও নথিভুক্ত করা হয়নি। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অবশ্য আদালতে জানিয়েছেন, তিনি আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেই 'কাউন্টার ফাইল' করবেন।

প্রসঙ্গত, 'ইন্ডিয়া দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' তথ্যচিত্র নিয়ে শুরু থেকে বিতর্ক চলেছে। অভিযোগ, বিবিসির এক ঘণ্টার ওই তথ্যচিত্রে এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যা কেন্দ্রের শাসকদের অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশের সময়ই ওই তথ্যচিত্র নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। একে 'অপপ্রচার' আখ্যা দিয়ে দাবি করা হয়, ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে' তথ্যচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। জানুয়ারির শেষে কেন্দ্রের তরফে ইউটিউব এবং টুইটারকে বিবিসি-র তথ্যচিত্রের লিঙ্ক সমাজমাধ্যম থেকে তুলে নিতে নির্দেশ জারি করা হয়। যদিও বিবিসির দাবি, যথেষ্ট গবেষণা করেই তথ্যচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

দিল্লির পর গুজরাত

ওষুধের কারখানা থেকে উদ্ধার ৪০০ কেজি মাদক

আমদাবাদ, ২১ অক্টোবর: গুজরাতের ভারুচ জেলার অঙ্কলেশ্বরের একটি ওষুধের কারখানা থেকে উদ্ধার হল প্রায় ৪০০ কেজি মাদক, যার বাজারমূল্য অন্তত ১৪ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হওয়া মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, ওই কারখানাটি অঙ্কলেশ্বরের জিআইডিসি এলাকায় অবস্থিত। সেখান থেকেই রবিবার ৪২৭ কেজি মেথামফেটামিন (এমডি) ড্রাগ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই পরিমাণ মাদকের দাম প্রায় ১৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকার কাছাকাছি। পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-এর সদস্য আনন্দ চৌধুরি বলেন, 'কারখানায় মাদক মজুত থাকার খবর পেয়ে জেলা এসওজি এবং সুরাত পুলিশ যৌথভাবে ওই অভিযানটি চালিয়েছিল। অবৈধ মাদক পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে (এফএসএল) পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করে শুরু হয়েছে তদন্ত।'

প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই অঙ্কলেশ্বরের আর একটি কারখানা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার ৫০০ কেজি কোকেন উদ্ধার করেছিল পুলিশ। সেই ঘটনায় দিল্লির দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের আরও দুই ব্যক্তি। এই ঘটনার দিনকয়েক পরেই ভোপালের এক কারখানা থেকে ১৮১৪ কোটি টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার হয়। এর পর অক্টোবরের ১১ তারিখ আর একটি পৃথক অভিযানে দিল্লির একটি বন্ধ দোকান থেকে ২০০০ কোটি টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার করে দিল্লি পুলিশ। তবে মাদক উদ্ধারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আশাবাদী গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাঙ্ঘভি। তাঁর মতে, একের পর এক মাদক উদ্ধারের ঘটনা বরং প্রমাণ করে যে, মাদক পাচার ও বিক্রি রুখতে পুলিশ প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

দিল্লির স্কুলে হামলার নেপথ্যে খলিস্তানিরা

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর: দিল্লির সিআরপিএফ স্কুলে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় নেপথ্যে রয়েছে খলিস্তান সংগঠন! সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রামে রবিবারের বিস্ফোরণের ঘটনার দায় নিল এক খলিস্তানপন্থী সংগঠন। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ভারতীয় 'এজেন্ট'দের। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর এই মামলায় খলিস্তানি যোগ নিয়ে তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ।

রবিবার সকালে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে দিল্লির রোহিণীর প্রশান্ত বিহার এলাকা। সেখানে সিআরপিএফ স্কুলের সামনে ফাটে বোমা। বিস্ফোরণের পর বিকট এক গন্ধে ভরে যায় এলাকা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বিস্ফোরণে আশেপাশের বেশ কিছু দোকান ও গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বিস্ফোরণের পরই ঘটনার তদন্তে নামে এনআইএ ও ফরেনসিক বিভাগ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, আইইডি বিস্ফোরক ব্যবহার করা এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। কঠিন এবং তরল পদার্থের মধ্যে উচ্চচাপ সৃষ্টি করে গ্যাসে পরিণত করা হয়। বিস্ফোরণের পর সেই গ্যাস দ্রুতগতিতে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর তার জেরে শক্তিশালী একটি কম্পন অনুভূত হয়। যা আশপাশের এলাকায় শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে পৌঁছয়।

অযোধ্যা মামলা নিয়ে চন্দ্রচূড়ের মন্তব্যের সমালোচনায় বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর: অযোধ্যায় জমি বিবাদ মামলার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। রবিবার এ কথা জানিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তাঁর ওই মন্তব্যের পরই শুরু হয়েছে বিতর্ক। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রামগোপাল যাদব এবং কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ প্রধান বিচারপতির ওই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন।

মহারাষ্ট্রের খেড়ে একটি অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি ২০১৯-এর ডিসেম্বরে অযোধ্যার 'রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ' মামলার রায় ঘোষণার আগে ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনার কথা জানিয়ে বলেন, 'যদি ইশ্বরের উপর বিশ্বাস থাকে তবে ঈশ্বরই সমাধানের পথ দেখান। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনি সমাধানের পথ খুঁজে দিয়েছিলেন।'

প্রাক্তন সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা উদিত সোমবার চন্দ্রচূড়ের ওই মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে ইউটিউবে লেখেন, 'প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়জি বলেছেন, যে তিনি অযোধ্যা সমস্যার সমাধানের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি যদি অন্য কিছু সমস্যার জন্য প্রার্থনা করতেন, তবে সেগুলিও সমাধান হয়ে যেত। যেমন একজন সাধারণ মানুষ হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে ন্যায়বিচার পেতে পারত। ইডি, সিবিআই এবং আইটির (আয়কর বিভাগ) অর্থের অপব্যবহার বন্ধ হয়ে যেত।'

অন্যদিকে, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশের কাকা রামগোপাল প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ করেন বলে অভিযোগ। যদিও এ নিয়ে বিতর্কের মুখে সোমবার তিনি বলেন, 'আমার কাছে কেউ অযোধ্যা মামলা সম্পর্কিত কিছু জানতে চাননি। আমিও কিছু বলিনি।' প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক অযোধ্যা মামলার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন ওই বেঞ্চের অন্যতম সদস্য ছিলেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়।

ওই রায়ে অযোধ্যার মূল বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমি শিশু রাম বা 'রামলালা'কে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। ২.৭৭ একরের বিতর্কিত জমি ঘিরে কেন্দ্রের অধিগৃহীত ৬৭ একর জমিও পেয়েছিল হিন্দু পক্ষ। মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলিম পক্ষকে অযোধ্যাতেই ৫ একর জমি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই রায় মেনেই নির্মিত হয় রামমন্দির। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন্দিরের উদ্বোধন করেন।

এখনই মাদ্রাসায় অনুদান বন্ধ নয়, এনসিপিসিআরের প্রস্তাবে স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর: মাদ্রাসাগুলোর আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হোক। সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর কাছে এমনই প্রস্তাব রেখেছিল জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস বা এনসিপিসিআর)। যা নিয়ে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার এই মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

সোমবার এই মামলা ওঠে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। শুনানিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের প্রস্তাবের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা হল। কমিশনের দেওয়া পরামর্শের ভিত্তিতে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলো কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোর থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে আদালত।

এছাড়া কয়েকদিন আগেই ওই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশ এবং ত্রিপুরা সরকার নির্দেশ দিয়েছিল যে অনুমোদনহীন এবং সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলো থেকে অমুসলিম-সহ সকল পড়ুয়াদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করতে হবে। এদিন ওই দুরাজ্যের নির্দেশিকার উপরেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি এর মধ্যে অন্য কোনও রাজ্য যদি এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করে তাহলে তার উপরেও স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। জানা গিয়েছে, মাদ্রাসা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের জারি করা নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ নামে একটি সংগঠন। তাদের অভিযোগ ছিল, সরকারের এই নির্দেশিকার ফলে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো ও সেখানে শিক্ষার অধিকার খর্ব হচ্ছে।

সম্প্রতি মাদ্রাসা নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে এনসিপিসিআর। মাদ্রাসার ভূমিকা ও শিশুদের শিক্ষার অধিকারে তার প্রভাব নিয়ে নানা তথ্য দেওয়া হয় ১১ পাতার ওই রিপোর্টে। এখানে কমিশনের মূল পরামর্শই ছিল, বিভিন্ন রাজ্যে মাদ্রাসাগুলোর আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হোক। কারণ, তাদের অভিযোগ, শিক্ষার অধিকার আইনের (আরটিই, ২০০৯) লক্ষ্য সমতা, সামাজিক ন্যায় এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই আইন লঙ্ঘন করে মাদ্রাসাগুলোয় পড়ুয়াদের এর বিপরীত শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এই অভিযোগের স্বপক্ষে কয়েকটি ঘটনাও তুলে ধরা হয় রিপোর্টে। তাই মাদ্রাসাগুলোকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় কমিশন। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পদক্ষেপ করা শুরু করেছিল ত্রিপুরা ও উত্তরপ্রদেশ সরকার। কিন্তু এদিন এই দুই রাজ্যের পাশাপাশি অন্য রাজ্যগুলোকেও এনিয়ে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

অ্যাপ্রোন পরে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ ভাজতে দেখা গেল ট্রাম্পকে, ভাইরাল ভিডিও

ওয়াশিংটডন, ২১ অক্টোবর: আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর সপ্তাহ দুয়েক বাকি। দেশের কোনায় কোনায় গিয়ে প্রচারপর্ব প্রায় সেরে ফেলেছেন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনের প্রাক্কালে এবার মার্কিন নাগরিকদের কাছে 'স্বর্গ' হিসেবে পরিচিত ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁয় ফুরফুরে মেজাজে ধরা দিলেন তিনি। অ্যাপ্রোন পরে ভাজলেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। এখান থেকেই আক্রমণ শানালেন প্রতিপক্ষ কমলা হ্যারিসকে।

রেস্তোরাঁয় রান্নারত ট্রাম্পের সেই ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ফিলাডেলফিয়ায় ম্যাকডোনাল্ডসে ফাস্ট ফুড সেন্টারে উপস্থিত হয়েছেন ট্রাম্প। সেখানে পৌঁছেই পরনের স্যুট খুলে ফেলেন তিনি। এর পর হলুদ-কালো রঙের অ্যাপ্রোন গায়ে চড়িয়ে কর্মীদের সঙ্গে লেগে পড়েন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজতে। রান্নাবান্না সারার পর জানালা গিয়ে মুখ গলিয়ে সেই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তিনি তুলে দেন সমর্থকদের হাতে। ট্রাম্পকে দেখতে অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে যায় সেখানে। এরপর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই কাজ করেছি। খুব মজা করেছি।' তবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজার মাঝে রাজনৈতিক লড়াইও ব্রাত্য ছিল না ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসের মধ্যে। সম্প্রতি কমলা হ্যারিস দাবি করেছিলেন, ১৯৮০ সালে কলেজে পড়াকালীন ক্যালিফোর্নিয়ায় ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করেছিলেন তিনি। তাঁর এমন দাবিকে 'মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দেন ট্রাম্প। জানান, নির্বাচনের সপ্তাহদুয়েক আগে কমলাকে ধাক্কা দিতেই ম্যাকডোনাল্ডসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। এর পরই তাঁর দাবি, রেস্তোরাঁয় কমলার চেয়ে ১৫ মিনিট বেশি কাজ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে রবিবার ছিল কমলা হ্যারিসের জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে জর্জিয়ার এক চার্চে উপস্থিত হতে দেখা যায় হ্যারিসকে। সেখানে ট্রাম্পের নাম না করেই তিনি বলেন, কিছু মানুষ আমাদের মধ্যে বিভেদ, ঘৃণা ও ভয়ের বীজ বপন করার চেষ্টা করছে। দেশের ভবিষ্যৎকে মাথায় রেখে তিনি জনগণের কাছে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। এদিকে ম্যাকডোনাল্ডসে হ্যারিসের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'শুভ জন্মদিন কমলা। আমার মনে হয় ওঁর জন্য ফুল নিয়ে যাওয়া উচিৎ।'

পাকিস্তানের মাটিতে ৬৪ বছর পর সংস্কার করা হবে প্রাচীন হিন্দু মন্দির

ইসলামাবাদ, ২১ অক্টোবর: পাকিস্তানে গড়ে উঠবে বিরাট হিন্দু মন্দির। তাও আবার সরকারি অনুদানে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও বাস্তবে তেমনটাই ঘটতে চলেছে এবার। ইতিমধ্যেই প্রায় ১ কোটি পাকিস্তানি রুপি (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ করেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। বিষয়টি বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের মাটিতে ৬৪ বছর পর সংস্কার করা হবে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরটিকে।

পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে নারওয়াল জেলার জাফরওয়াল শহরে রয়েছে বাওলি সাহিবের মন্দির। ইরাবতীর পশ্চিম তীরে রয়েছে ওই মন্দির। ১৯৬০ সালের পর মন্দিরটিতে প্রার্থনা বা উপাসনা হয়নি। গত ৬৪ বছর ধরে পরিত্যক্ত, জীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাওলি সাহিবের মন্দির। এবার সেটিকেই সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রায় ১ কোটি পাকিস্তানি রুপি (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে বলে খবর। পাক ধর্মস্থান কমিটির প্রাক্তন সভাপতি রতন লাল আর্যের বক্তব্য, নারওয়াল জেলায় বর্তমানে ১,৪৫৩ জন হিন্দুর বাস। যদিও বর্তমানে সেখানে একটিও হিন্দু মন্দির নেই। সংখ্যালঘু হিন্দুরা বাড়িতেই পুজো করেন। অনেকে আবার সুদূর শিয়ালকোট কিংবা লাহোরের মন্দিরে যান। এই অবস্থায় মন্দিরের সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মন্দির চত্বরের আড়াই বিঘা জমিতে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। মন্দিরের পুরনো প্রাচীরটিও নতুন করে গড়া হবে। সংস্কারের পর মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুলে দেওয়া হবে পাক ধর্মস্থান কমিটির হাতে।

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT QUOTATION NOTICE
e-Quotation are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **Quotation no PHC/NM/NIQ-5e/2024-25.ID:2024_MAD_763661_1.** Last Date of submission Quotation **05.11.2024 at 6.00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in.**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
Corrigendum
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-22 OF 2023-24 (2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Engagement of Manpower Agency for providing different categories of personnel at the Health Department of Basirhat Municipality under various Schemes. **Tender Closing Date:** 30.10.2024 at 9.00 AM. **Opening Date :** 01.11.2024 upto 9.00 AM For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE
e-NIT No:08/EE/WBSRDA/S24/SPM NIWAS/2024-25 dt. 21.10.2024, For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, The Executive Engineer, **WBSRDA,** South 24 Parganas Division invites percentage rate **e-NIT No:08/EE/WBSRDA/S24/ SPM NIWAS/2024-25 dt. 21.10.2024** for Renovation of Building Works. **The Last date of bid submission for one number of NIT is 07.11.2024 at 11.00 hours.** Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

NOTICE INVITING QUOTATION
No. – 01 of 2024-2025 of Sub-Divisional Officer, Burdwan Irrigation Sub-Division No.- I
Separate quotation are invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal for 02 (two) No's works from reputed Agency/Firm. Last date & time of issuing Quotation paper is 30.10.2024 up to 16.00 Hrs. For details contact in office on any working day or may be seen **https://wbiwd.gov.in**
Sd/-
Sub-Divisional Officer,
Burdwan Irrigation Sub-Division No.-I.
Kanainatsal, Purba Bardhaman

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for "Supplying and Installation of Junction Box/cut-out box with necessary fittings over existing Electric pole complete in all respect for Street Light within Diamond Harbour Municipality" from outside bonafide and resourceful contractors. **NIQ No.- 03/NIQ/ DHM/2024-25.** Bid Submission Start Date :- **21.10.2024.** Last date of online submission: **02.11.2024.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for "Supply of Electrical materials for maintenance of Street Light within Diamond Harbour Municipality" from outside bonafide and resourceful contractors. NIQ **No.- 02/NIQ/ DHM/2024-25.** Bid Submission Start Date :- **21.10.2024.** Last date of online submission: **02.11.2024.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for "Supply of spares and parts for maintenance of Hand Tubewell within Diamond Harbour Municipality" from outside bonafide and resourceful contractors. NIQ **No.- 01/NIQ/ DHM/2024-25.** Bid Submission Start Date :- **21.10.2024.** Last date of online submission: **02.11.2024.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
Corrigendum
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-06 of 2024-25 (2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for CONSTRUCTION OF PROPOSED B+G+1 BUILDING OVER THE FOUNDATION OF B+G+3 BUILDING FOR SETTING UP OF STATE RESOURCE CENTER (SRC) FOR SOLID WASTE MANAGEMENT THROUGH SHG MODE AT OLD MUNICIPAL BUILDING, BASIRHAT MUNICIPALITY, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL. **Tender Closing Date:** 30.10.2024 at 9.00 AM. **Opening Date:** 01.11.2024 upto 9.00 AM For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-২১, তারিখ ১৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং সুপারভাইজরি লাইসেন্স এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার কেস নং. ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-২১। কাজের নাম ঃ** ''নিম্নলিখিত কাজের টিআরডি অংশ ঃ (ক) আসানসোল ডিভিসন - মুগমা স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং। (খ) আসানসোল ডিভিসন - দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (ডিটিপিএস)/জিএসএস থেকে ওয়ারিয়া (ওওয়াইআর)/এফপি পর্যন্ত ২৫ কেভি বিদ্যুতের সংবহনের উভয় ফিডার লাইনের জন্য ভূগর্ভস্থ কেবেল। (গ) আসানসোল ডিভিসন - বিদ্যাসাগরে ফুট ওভারব্রিজের ব্যবস্থা সহ আনুষঙ্গিক কাজ''। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬১,৯৫,০৭৭.১৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,২৩,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **কাজের প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে।
ASN-198/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 385 /N1GP (NIT No. WB/BWN/N1. G.P./NIT 8 /2024-25), Date-21/10/2024** for 03 (Three) nos. scheme under **SBM(G) Fund.** Bid Submission Start Date: **21.10.2024 from 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date: **29.10.2024 up to 02:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **31.10.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Office of the Municipal Councillors' of Gobardanga
Gobardanga Municipality
Corrigendum Notice
Corrigendum Title : Corrigendum for change in time of completion.
Organization Chain : MUNICIPAL AFFAIR DEPARTMENT/URBAN LOCAL BODIES/GOBARDANGA
Tender Reference Number : WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-06(e)/24-25, SL-1
Tender ID: **2024_MAD_760791_1**
The work completion date of Tender ID : (2024_MAD_740922_1) to be read as 730 days in place of 24 days. Other terms and conditions will be remains same.
Sd/- Chairman
Gobardanga Municipality

মিরপুরের উইকেট দেখে অবাক রাবাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিন স্পিনারের সঙ্গে এক পেসার;দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দলের বোলিং আক্রমণ ছিল এমন। একাদশ দেখেই বোঝা যায়, মিরপুর টেস্টের উইকেটকে স্পিন স্বর্গই মনে করছিল বাংলাদেশ দলের টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু প্রথম দিনের খেলা শেষে মিরপুরের উইকেটকে শুধু স্পিন স্বর্গ বলা ঠিক হবে না।

কাগিসো রাবাদা, উইয়ান মুল্ডারের পর হাসান মাহমুদের সিম মুভমেন্ট প্রমাণ করে, মিরপুরের উইকেটে স্পিনারদের পাশাপাশি সাহায্য ছিল পেসারদেরও।

দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদাকে যা অবাকই করেছে। বাংলাদেশে এসে উইকেট থেকে ধারাবাহিকভাবে সিম মুভমেন্ট পাবেন, এটা চিন্তাও করেননি ১১ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেওয়া এই পেসার।

টেস্ট ক্যারিয়ারে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা

দক্ষিণ আফ্রিকান এই পেসার আজ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বললেন, 'উইকেটের আচরণ দেখে আমরা খুবই অবাক হয়েছি। আমরা ভেবেছি বল টার্ন করবে, সিম মুভমেন্ট থাকবে না। কিন্তু নতুন বলে যথেষ্ট মুভমেন্ট ছিল। খুব বেশি সুইং নয়, তবে সিম মুভমেন্ট।'

গত কয়েক দিন মিরপুর স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠের নেটেও নাকি এমন উইকেটে অনুশীলন করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য কাজটা কিছুটা সহজ হয়ে গেছে, এমনটাই মনে হবে রাবাদার কথা শুনে, 'নেটেও আমরা একই ধরনের উইকেট পেয়েছি। এই উইকেটে স্পিনাররা যেমন টার্ন পাচ্ছে, তেমনি সিমাররাও মুভমেন্ট পাচ্ছে। আমরা যা দেখে বেশ অবাকই হয়েছি।'

রাবাদা কথা বলেছেন তাঁর ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা নিয়েও, 'আমি আজ সকালে যখন মাঠে আসি, তখন ওই একটা উইকেটের জন্য চিন্তা করছিলাম না। কীভাবে আমি টেস্টটা জেতাতে পারি, সেদিকে আমার সব মনোযোগ ছিল, বিশেষ করে টসে হেরে প্রথম বোলিং করতে নামার পর। এরপর যা হলো তা স্বস্তির বলতেই হয়। এ রকম মাইলফলকের জন্যই খেলে সবাই। এই অর্জনটা আমার জন্য স্বস্তির।'

নিজের সতীর্থদেরও ধন্যবাদ দিয়েছেন রাবাদা, 'আমাদের সতীর্থরা আমাকে সমর্থন দিয়ে গেছে, আমরা সবাই সবাইকে সমর্থন করে যাচ্ছি। সব মিলিয়ে খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ একটা মুহূর্ত ছিল এটি।'

৩০০ টেস্ট উইকেট নেওয়ার কীর্তির পাশাপাশি একটা বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছেন রাবাদা। পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিসকে ছাড়িয়ে তিনিই এখন টেস্টে বলের হিসাবে দ্রুততম ৩০০ উইকেটশিকারি বোলার। রাবাদার অবশ্য এই রেকর্ডটা জানা ছিল না, 'আমি এই রেকর্ডের ব্যাপারে জানতাম না। তবে হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে এই রেকর্ডটা আমাকে আরও ভালো করতে অনুপ্রাণিত করবে।'

ওডিশাকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ইস্টবেঙ্গল, বিশ্বাস নতুন কোচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা ডার্বি হারলেও ইস্টবেঙ্গলের ব্যস্ততা কমছে না। সোমবারই তারা ভুবনেশ্বর চলে গিয়েছে পরের ম্যাচ খেলতে। মঙ্গলবার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে খেলা ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে। নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোর জানিয়েছেন, ওডিশাকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে ইস্টবেঙ্গল। তবে এখনও অনেক জায়গায় কাজ করা বাকি। ম্যাচের আগে বার বার তাঁর মুখে ফিটনেস বাড়ানো এবং ফুটবলারদের মানসিক ভাবে চাঙ্গা করার কথা শোনা গেল। এ দিকে, অনুশীলনে মাথাগরম করলেন সাউল ক্রেসপো, যা ভাল ভাবে নেননি কোচ।

গত বছর বসুন্ধরা কিংসের কোচ হিসাবে এএফসি কাপে ওডিশাকে হারিয়েছিলেন ব্রুজো। ফলে বিপক্ষ সম্পর্কে একটা ধারণা রয়েছে তাঁর। তবে জিততে হলে নিজের ফুটবলারদের সেরাটা দিতে হবে এটাও মানছেন। ম্যাচের আগের দিন বলেছেন, আগের ম্যাচে আমরা বিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারিনি। সব পরিকল্পনাতেই ওরা আমাদের থেকে এগিয়ে ছিল। আশা করি কাল সেটা বদলাতে পারব। আমাদের মধ্যে জেতার ইচ্ছাশক্তি দেখতে পাবেন। এত দিন যা হয়েছে সেটা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করব।

তবে বাস্তবের মাটিতেই পা রেখে ব্রুজো জানাচ্ছেন, কাজটা সোজা হবে না। দল এখন যে জায়গায় রয়েছে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সময় লাগবে। স্পেনীয় কোচের কথায়, সবে দলকে নিয়ে দুটো অনুশীলন করালাম। তার মধ্যে ভাল করে আজই অনুশীলন করেছি। আগের কোচ এবং আমার মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। তবে ফুটবলারদের কিছুটা হলেও বোঝাতে পেরেছি যে আমি কী চাই। ওদের আরও আগ্রাসী হতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে হবে। বিপক্ষকে খুব বেশি জায়গা দিলে চলবে না। খেলোয়াড়দের মাঝের দূরত্ব কমাতে হবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আমাদের কাছে যে সুযোগগুলো আসবে সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। আমাদের পরিকল্পনাটাই ঠিকঠাক হচ্ছিল না। ওডিশা কিন্তু কোচের কারণে নয়, ফুটবলারদের জন্যই

সাফল্য পেয়েছে।

ওডিশার বিরুদ্ধে তাঁর দল জিততে পারে বলে আশাবাদী ব্রুজো। তবে জানিয়ে দিলেন, যে কোনও কোচের দর্শন আত্মস্থ করতে সময় লাগবে। ব্রুজোর কথায়, আমি বিশ্বাস করি দল জিততে পারবে। যে কোনও পদ্ধতিই কাজে লাগতে একটু সময় লাগে। তবে আমাদের ক্লাবের হাতে সেই সময় নেই। কম সময়ে ফলাফল দিতে হবে। সময় আরও কমতে থাকবে। এখন ষষ্ঠ স্থানে যারা রয়েছে তারা ছ'-সাত পয়েন্ট রয়েছে। দুটো ম্যাচ জিতলেই উপরে উঠে আসা যাবে। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে পরের দুটো ম্যাচ জেতার। সেটা না হলেও যে কাজ করে চলেছি সেটার উপর নজর দিতে হবে। আমি নিশ্চিত একটা সময় আমাদের পরিশ্রম সফল হবে।

ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারেরা যে মানসিক ভাবে পিছিয়ে সে কথা আগের দিনই বলেছিলেন। এ দিন অনুশীলন মানসিক ভাবে চাঙ্গা করতে দেখা গেল ব্রুজোকে। 'ফান গেম' দিয়ে অনুশীলন শুরু হল। ক্লেটন সিলভা, দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস, মাদিহ তালালদের ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল। দলকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রথমে ছোট ছোট পাসিং খেলালেন ব্রুজো। এর পর মূল অনুশীলনে জোর দিলে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে। ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানোর চেষ্টা করলেন।

হেক্টর ইয়ুস্তে এবং ক্লেটনকে নিয়ে খুশি নন অস্কার। অনুশীলন দেখে মনে হল আগামী ম্যাচে দু'জনের কেউই প্রথম একাদশে থাকবেন না। বদলে হিজাজি মাহের এবং দিমিত্রিকে নিয়ে সময় ব্যয় করলেন অস্কার। চোটের কারণে এ দিন মার্ক জোথানপুইয়া এবং নাওরেম মহেশ আসেননি। ব্রুজো বাকিদের নিয়ে জোরদার অনুশীলন করালেন। ভুলত্রুটি হলে নিজেই দেখিয়ে দিলেন।

অনুশীলনের মাঝে ডেভিড লালানসাঙ্গা ট্যাকল করেন ক্রেসপোকে। স্পেনীয় ফুটবলার উঠে দাঁড়িয়েই ডেভিডের দিকে তেড়ে গিয়ে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। মাটিতে পড়ে থাকা ডেভিডকে উঠিয়ে ধারে নিয়ে গেলেন বাকিরা। অনুশীলনের শেষে ডেভিডের কাছে ক্ষমাও চাইলেন সাউল। গোটা অনুশীলনে এই একটি বারই তাল কাটল।

৩৪৮ দিন পর গাভির প্রত্যাবর্তন ৫ গোলে রাঙাল বার্সেলোনা

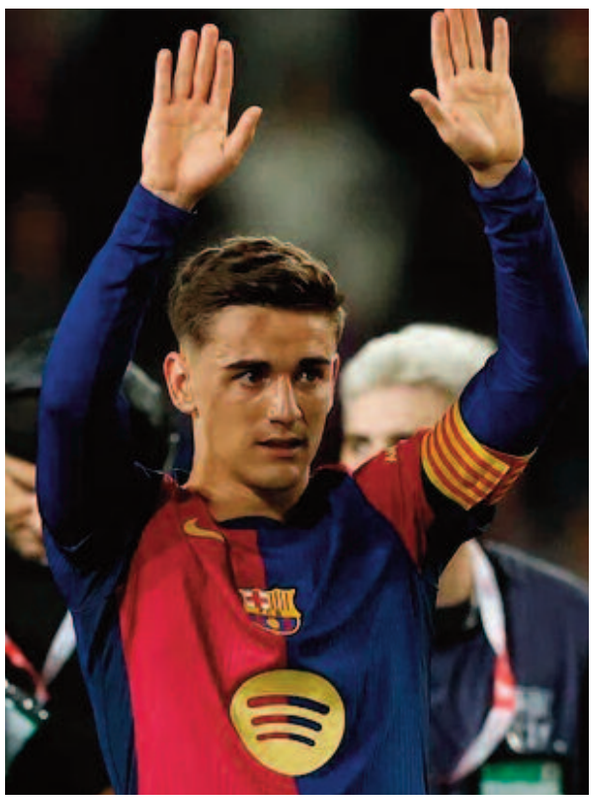

নিজস্ব প্রতিনিধি: গাভির কাছে এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। বার্সেলোনার হয়ে নিজের সর্বশেষ ম্যাচটি যখন খেলেছিলেন, তখন দলটির কোচিং স্টাফ ছিল আলাদা।

লিগামেন্টের চোট সেরে ৩৪৮ দিন পর কাল যখন মাঠে ফিরলেন, পেলেন হান্সি ফ্লিকের নেতৃত্বে নতুন কোচিং স্টাফ। পেলেন আরেকটি সম্মাননাও। ৮৩ মিনিটে বদলি হিসেবে খেলতে নামার আগে অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনী পরিয়ে দিলেন সতীর্থ পেদ্রি।

বার্সেলোনার অধিনায়ক হয়ে গাভির প্রত্যাবর্তনের রাতটা অবশ্য আগেই রাঙিয়ে রাখার আভাস দিয়ে রেখেছিলেন রবার্ট লেভানডফস্কি, লামিনে ইয়ামালরা। তিনি মাঠে নামার আগেই যে সেভিয়ার বিপক্ষে বার্সা ৪,০ গোলে এগিয়ে।

শেষ ৩ মিনিটে হয়েছে আরও ২টি গোল। ৮৭ মিনিটে সেভিয়ার স্তানিস ইদুম্বোর সান্ত্বনাসূচক গোলের পরের মিনিটেই বার্সার পাবলো তোরের গোল। তাতে সেভিয়াকে ৫, ১ গোলে উড়িয়ে লা লিগায় শীর্ষেই থেকে গেল ফ্লিকের দল। একই সঙ্গে নিশ্চিত হলো রিয়াল মাদ্রিদের (১০ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট) চেয়ে এগিয়ে থেকেই আগামী শনিবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকো খেলতে নামছে বার্সা (১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট)।

নিজেদের মাঠ অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে কাল ম্যাচের শেষ গোলটির ৬ মিনিট আগে আরেক গোল করেন তোরে। জোড়া গোল করেন লেভানডফস্কিও। প্রথমটি ২৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে, পরেরটি রাফিনিয়ার বানিয়ে দেওয়া বল থেকে ৩৯ মিনিটে। এই ২ গোলের মাঝেরটি পেদ্রির।

শনিবার এল ক্লাসিকোর আগে বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে ফ্লিকেরই সাবেক ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচের আগে বড় জয় স্বাভাবিকভাবেই দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তবে দলের উজ্জ্বল পারফরম্যান্সের চেয়েও তারকা খেলোয়াড়দের চোট কাটিয়ে ফেরা ফ্লিকের কাছে বেশি আনন্দের।

গাভির আগে এ মাসেই চোট কাটিয়ে ফিরেছেন আরেক মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। ম্যাচের আগমুহূর্তে গা গরমের সময় চোটে না পড়লে খেলতেন ফেরান তোরেসও।

ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেছেন, 'সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ, শুধু বড় ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচই নয়। সেভিয়া কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। তা ছাড়া আমরা সদ্যই (আন্তর্জাতিক) বিরতি থেকে ফিরেছি। ফল নিয়ে আমি খুব খুশি। আজ (গত রাতে) আমরা এই জয় উপভোগ করব এবং বায়ার্নের বিপক্ষে ম্যাচের প্রস্তুতি নেব।'

গাভিকে নিয়ে ফ্লিকের কথা, 'ওকে নিয়ে আমি খুব খুশি। পুরো ক্লাবই খুশি। ওর প্রত্যাবর্তন আমাকে শিহরিত করেছে। ফেরাটা ওর জন্য ও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

৩৪৮ দিন পর খেলতে নামা গাভি বলেছেন, 'আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ বিষয় ছিল খেলতে না পারা। এতগুলো দিন মাঠের বাইরে থেকে দেখেছি, দলের সবাই কঠিন পরিশ্রম করছে। কয়েক মাস ধরে আমি এই মুহূর্তটির স্বপ্ন দেখেছি। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, তারা আমার ফেরাটা সহজ করেছে।'

গাভিকে অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনী পরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে পেদ্রি বলেছেন, 'এটা ওর প্রাপ্য ছিল। সে খুব পরিশ্রমী, মানুষ হিসেবেও ভালো। সবাই দেখেছে, সে মাঠে নামার সময় সমর্থকদের কতটা ভালোবাসা পেয়েছে।'

অলিম্পিক্সে পদকজয়ী সাক্ষীর আত্মজীবনী প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আট বছর আগে পদক জিতেছিলেন অলিম্পিক্সে। প্রথম মহিলা কুস্তিগির হিসাবে পদক জিতে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন সাক্ষী মালিক। তার পর বয়ে গিয়েছে অনেক জল। তাঁকে দেখা গিয়েছে মহিলা কুস্তিগিরদের উপরে হওয়া নির্যাতনের প্রতিবাদে পথে নামতে, রাজধানীর বুকে প্রতিবাদ করতে। সেই সব ঘটনা নিয়ে সাক্ষী মালিক আত্মজীবনী লিখলেন। তা প্রকাশ হয়েছে সোমবারই। সহ-লেখক সাংবাদিক জোনাথন সেলভারাজ। জাগারনট বুকস থেকে প্রকাশিত হওয়া এই বই পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ই-কমার্স ওয়েবসাইটে। দাম ৭৯৯ টাকা।

অলিম্পিক্সে পদক জিতলেও সাক্ষীকে ভারতবাসী অনেক ভাল করে চেনে তাঁর প্রতিবাদী সত্ত্বার কারণেই। গত বছর দিল্লিতে তাঁর, বিনেশ ফোগাট এবং বজরং পুনিয়ার নেতৃত্বে কুস্তিগিরেরা ধর্নায় বসেছিলেন। তৎকালীন কুস্তিকর্তা ব্রিজভূষণ শরন সিংহের অপসারণ চেয়ে হয়েছিল আন্দোলন। প্রথমে তা কিছু দিন চলার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে কাজের কাজ না হওয়ায় আবার এপ্রিল মাসে তা শুরু হয়। এক মাস ব্যাপী সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রচুর কুস্তিগির এবং সাধারণ মানুষ।

চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার ব্রিজভূষণকে কুস্তি সংস্থার যাবতীয় কাজকর্ম থেকে বিরত করে। একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি তৈরি করে যার নেতৃত্বে ছিলেন মেরি কম। কুস্তিগিরেরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে মিছিল করে এগিয়ে যাওয়ার পথে তাঁদের টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে দেয় পুলিশ। বজরং, সাক্ষীরা রাজপথে পদক রেখে আসেন। এমনকি হরিদ্বারে গঙ্গাতে পদক বিসর্জনের হুমকিও দেন।

সেই সব ঘটনা উল্লেখ এই বইতে রয়েছেই। তা ছাড়া সাক্ষীর জীবনের অনেক অজানা ঘটনাও রয়েছে, যেখানে তিনি ছোটবেলায় নির্যাতনের শিকার হওয়ায় বর্ণনা দিয়েছেন। তেমনই পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে কুস্তিগির সত্যবর্ত কাদিয়ানকে বিয়ে করার প্রসঙ্গও তুলে এনেছেন। ক্রীড়াবিদদের মধ্যে অন্যতম সাহসী আত্মজীবনী বলে মনে করা হচ্ছে এই বইকে।

জোকোভিচ নাকি ফেদেরার, দ্বৈরথে কাকে এগিয়ে রাখলেন নাদাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুগের সমাপ্তি; টেনিস দুনিয়ায় তাকালে এখন সবচেয়ে বেশি মনে আসে এ কথা। দুই দশকের বেশির সময় ধরে টেনিসে রাজত্ব করেছেন তিনজন কিংবদন্তি। রজার ফেদেরারকে দিয়ে শুরুর পর এই অভিযানে যোগ হন রাফায়েল নাদাল এবং নোভাক জোকোভিচও। এরপর পালা করে দাপট দেখিয়ে টেনিসে নিজেদের অমরত্ব নিশ্চিত করেছেন তাঁরা। তিন কিংবদন্তি মিলে জিতেছেন ৬৬টি গ্র্যান্ড স্লাম, যা এককথায় অবিশ্বাস্য!

তবে সব ভালোরই নাকি কখনো না কখনো শেষ হতে হয়। সেই নিয়ম মেনেই এখন একে একে বিদায় নিচ্ছেন টেনিসের এসব মহারথী। ২০২২ সালে ফেদেরারকে দিয়ে শুরু। এরপর কদিন আগে নিজের শেষের খবর জানিয়ে দিয়েছেন নাদালও।

আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় ডেভিস কাপ দিয়েই পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানিয়ে দেবেন এই কিংবদন্তি। ফেদেরার,নাদালের বিদায়ের পর এই মঞ্চে থেকে যাবেন জোকোভিচ। তবে বয়স বলছে, তাঁর ক্যারিয়ারও এখন গোধূলিবেলায়।

ফেদেরার,নাদালের মতো সঙ্গী হারিয়ে জোকোভিচও হয়তো তাঁর ক্যারিয়ারকে প্রবলম্বিত করার ব্যাপারে নতুন করে ভাববেন। তবে জোকোভিচ যে শারীরিক ও মানসিকভাবে বাকিদের চেয়ে শক্তিশালী, সম্প্রতি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেটা জানিয়েছেন নাদাল। একই সাক্ষাৎকারে ফেদেরার ও জোকোভিচের সঙ্গে দ্বৈরথ নিয়েও কথা বলেছেন নাদাল। জোকোভিচের মুখোমুখি হওয়াটা চ্যালেঞ্জিং হলেও ফেদেরারকেই সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন নাদাল।

টেনিস ক্যারিয়ারে ফেদেরার, নাদাল ৪০ ম্যাচে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছেন। যেখানে নাদালের ২৪ ম্যাচ জয়ের বিপরীতে ফেদেরার জিতেছেন ১৬ বার। আর জোকোভিচের সঙ্গে নাদাল খেলেছেন ৬০ ম্যাচ। যেখানে ২৯ জয়ের বিপরীতে হেরেছেন ৩১ ম্যাচ। তবে হার,জিতের বাইরে গিয়ে নাদাল নিজের পছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ফেদেরারকে।

কিন্তু কেন? বিষয়টি ব্যাখ্যা করে নাদাল বলেন, 'আমি অন্য যে কারও চেয়ে জোকোভিচের বিপক্ষে বেশি ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ফেদেরার। আমি যখন খেলতে আসি, ফেদেরার আগে থেকেই সেখানে ছিল এবং সে এক নম্বর ছিল। আমার ক্যারিয়ারের প্রধান বছরগুলোতে রজার (ফেদেরার) এবং নোভাক (জোকোভিচ) ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে শুরুর দিকে যে সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল রজারের সঙ্গে।'

নাদালের বিশ্বাস;ফেদেরারের সঙ্গে তাঁর লড়াইটা টেনিসপ্রেমীরাও একইভাবে পছন্দ করেন, 'আমার মনে হয় এবং আমি জানি না কেন তাদের দুজনের সঙ্গে আমার দ্বৈরথ, তাদের নিজেদের মধ্যকার দ্বৈরথের চেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। আমি নিশ্চিত না এটা কেন, কিন্তু আমার মনে হয়, গোটা দুনিয়াও বিষয়টাকে এভাবে দেখতে চায়। হয়তো স্টাইল ও খেলার ধরনের অতিরিক্ত বৈপরীত্যের কারণে তারা আমার ও রজারের লড়াইটা বেশি পছন্দ করে।'

লড়াইয়ে ফেদেরারকে এগিয়ে রাখলেও জোকোভিচ কেন সেরা, সেটা ব্যাখ্যা করে নাদাল বলেছেন, 'নোভাকের সঙ্গে চ্যালেঞ্জটা অবিশ্বাস্য। সে এমন একজন খেলোয়াড়, যে সব সময় (খেলার) মানটা অনেক উঁচুতে রাখে এবং প্রতিবছর উন্নতি করে। সংখ্যা বলছে সে,ই সেরা, এর অর্থ তার টেনিসও সেরা। আর সে সবচেয়ে কম চোটপ্রবণও বটে, যা তাকে তার শারীরিক, মানসিক এবং টেনিসের মাত্রাটা অন্য যে কারও চেয়ে বেশি সময় ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। এ কারণেই সে সেরা এবং এটা সে অর্জন করেছে।'

টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি, জৌলুশ ফিরে পাচ্ছে এল ক্লাসিকো

নিজস্ব প্রতিনিধি: এল ক্লাসিকোর উত্তাপ আর আগের মতো নেই;গত কয়েক মৌসুম ধরে শোনা যাচ্ছিল এই কথাটি। ফুটবলপ্রেমীদের এই আক্ষেপ অবশ্য একেবারে অমূলকও ছিল না। শক্তি,সামর্থ্যের তারতম্য এবং শীর্ষ তারকাদের অনুপস্থিতিসহ নানা কারণে দুই স্প্যানিশ পরাশক্তি রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার দ্বৈরথ আকর্ষণ হারিয়েছিল অনেকটাই। বিশেষ করে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এবং লিওনেল মেসি লা লিগা ছেড়ে যাওয়ার পরই কমতে শুরু করে এই দুই দলের দ্বৈরথ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ।

কিন্তু সেই আকর্ষণ বোধহয় নতুন করে আবার ফিরে আসতে যাচ্ছে। অন্তত মৌসুমের প্রথম ক্লাসিকো নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ তেমন কিছুর ইঙ্গিতই দিচ্ছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আগামী শনিবারের এল ক্লাসিকো নিয়ে দর্শকেদর মধ্যে টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। এর মধ্যে স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল পর্যন্ত

১০ লাখের বেশি দর্শক অনলাইনে টিকিট কেনার জন্য লাইন দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, এবারের এল ক্লাসিকোর দেখার জন্য সর্বনিম্ন খরচ পড়বে ১৩০ ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১৭ হাজার টাকা। তবে এমন চড়া দামের পরও চাহিদা নাকি অনেক বেশি। লাখো মানুষ টিকিটের আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন বলেও জানিয়েছে এএস। প্রশ্ন হচ্ছে, এল ক্লাসিকো নিয়ে কেন এই আগ্রহ?

এর পেছনে অবশ্য বেশি কিছু কারণ থাকতে পারে। তবে চলতি মৌসুমে দুই দলের জমে ওঠা লড়াই সম্ভবত ক্লাসিকো নিয়ে বাড়তি আগ্রহের অন্যতম কারণ। লা লিগায় ৯ ম্যাচ শেষে ৮ জয় ও ১ হারে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আছে বার্সা। সমান ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৬ জয় ও ৩ ড্রয়ে ২১।

নিজেদের মধ্যে মুখোমুখি হওয়ার আগে আরও একটি করে ম্যাচ খেলবে এই দুই দল। আজ রাতে সেল্‌তা ভিগোর মুখোমুখি হবে রিয়াল। আর আগামীকাল রাতে সেভিয়ার মুখোমুখি হবে হানসি ফ্লিকের দল।

এ ম্যাচে যদি দুই দলই জেতে তবে রিয়ালের জন্য এল ক্লাসিকো হবে বার্সাকে ছোঁয়ার সুযোগ। বিপরীতে বার্সা এই ম্যাচ জিতলে রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধানটা আরও বাড়াতে পারবে। এমন রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির কারণে এল ক্লাসিকো নিয়ে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে অনেকের।

আরকটি বড় কারণ হতে পারে তারকা উপস্থিতি। রিয়াল,বার্সায় সব সময়ই কম,বেশি শীর্ষ তারকারা থাকেন। তবে এ মৌসুমের বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন। বিশেষ করে কিলিয়ান এমবাপ্পের আগমন তারকা দ্যুতিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। সঙ্গে ভিনিসিয়ুস,রদ্রিগো,বেলিংহামরা মতো তারকারা তো আছেনই। অন্য দিকে বার্সা এই ম্যাচে স্বপ্ন দেখছে লামিনে ইয়ামালকে ঘিরে।

অবিশ্বাস্য ছন্দে আছেন এই তরুণ উইঙ্গার। তাঁর পায়ে বল মানেই যেন দারুণ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা। আর ইয়ামালকে সঙ্গ দিয়ে নিয়মিত জ্বলে উঠছেন রাফিনিয়া এবং লেভানডফস্কিরাও। সব মিলিয়ে এবারের এল ক্লাসিকো ভক্তদের হারানো জৌলুশ ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেটি হবে কি না, তা জানতে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**